NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৬ উদয়ন গুহর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা

জমি-বিবাদ ঘিরে বোমাবাজি, ফের উত্তপ্ত নওদা, মৃত যুবক ৬

কলকাতা ২ জুলাই ২০২৫ ১৭ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.07.2025, Vol.19, Issue No. 23, 8 Pages, Price 3.00

অভিযুক্তদের কল রেকর্ডসে নজর পুলিশের

এক সপ্তাহ ফের পুলিশ হেপাজতে মনোজিৎরা

মঙ্গলবার পরিচালন সমিতির বৈঠকে যোগ দিতে ল' কলেজে সভাপতি তথা বিধায়ক অশোক দেব এবং উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রেপ্তারির পর হেপাজতের মেয়াদ শেষ হতেই ফের তিন অভিযুক্তকে এদিন আদালতে তোলে পুলিশ। যদিও আইনজীবী তাঁদের মক্কেলদের জন্য জামিনের আবেদনই করলেন না। বিচারকের সামনে তাঁদের স্পষ্ট কথা, তদন্তে সহযোগিতার জন্যই তাঁরা জামিন চাইছেন না। এদিন অভিযুক্ত তিনজনকে আদালতে তোলা হলে আগামী ৮ জুলাই পর্যন্ত তাদের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, আইনজীবীকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে দেওয়ারও আবেদন করেছেন তাঁরা। পাশাপাশি বিস্ফোরক অভিযোগ করেন আইনজীবী। স্পষ্ট বলেছেন, এটা একটা ষড়যন্ত্র। এফআইআর পড়লে মনে হয় না এটা গণধর্ষণ। নির্যাতিতার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্নও তুলেছেন। যদি হয়ে থাকে তাহলে তাঁর মোবাইল কি ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে? অভিযুক্তদের সবার কল ডিটেইলস নেওয়া হয়েছে কি না তাও জানতে চান।

কসবার আইন কলেজে ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দুই ছাত্রকে বহিষ্কার করল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের অস্থায়ী কর্মী ও তৃণমূলের ছাত্রনেতা ঘটনার মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকেও বহিষ্কার করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। জায়েব আহমেদ ও প্রমিত মুখোপাধ্যায় আর কোনওদিন আর ওই কলেজে পড়তে পারবে না। কলেজে ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে ক্যাম্পাসের ভিতর ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন নেতা কিভাবে তার আধিপত্য বজায় রাখতে পারে তা নিয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়।

এদিকে সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কসবার ওই ল কলেজের পরিচালন কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে ৯ সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ৬ জন। ছিলেন গভর্নিং বডির সভাপতি অশোক দেব। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কসবার ল'কলেজ থেকে বরখাস্ত মনোজিৎ। কলেজ থেকে বহিষ্কার প্রমিত-জায়েবকে। চাকরি থেকে বরখাস্ত মনোজিৎ মিশ্র। সঙ্গে এও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এরপর থেকে দুপুর ২টোর পর কলেজে কেউ ঢুকতে পারবেন না। আই কার্ড দেখিয়ে ঢুকতে হবে কলেজে। নিরাপত্তা এজেন্সিকেও শোকজ করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার অশোক দেব বলেন, 'নতুন কোনও নিরাপত্তা সংস্থাকে আমরা নিযুক্ত করব। কলেজ চত্বরের ভিতরে এবং বাইরে সিসিটিভি বসানো হবে। পাশাপাশি, মহিলা সুরক্ষা কর্মীও নিয়োগ করা হবে'। তিনি আরও জানান, বর্তমানে 'সানফ্লাওয়ার এজেন্সি' নামে যে সংস্থা কলেজের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের বার কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সম্ভাবনাও এর আগে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি জানান, 'এই বিষয়ে গভর্নিং বডির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। আমরা সেটাও

■ এরপর ২-এর পাতায়

মিছিলে অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার আইন কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির যুব মোর্চার মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে অনুমতি দিলেও বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছে আদালত। কত লোক নিয়ে কখন মিছিল করা যাবে, তা বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট। কসবার কলেজে ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিলের ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চা। বুধবার ওই মিছিল করার কথা তাদের। সেই মিছিলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর থাকার কথা। কিন্তু বিজেপির এই কর্মসূচিতে আপত্তি জানায় রাজ্য। তার পরেই মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কেন অযোগ্যদের সুযোগ

এসএসসির নিয়োগে নতুন বিধি নিয়েও প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে কেন এসএসসি-র নিয়োগপ্রক্রিয়ার জন্য নতুন বিধি জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন, এবার এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল আদালত। প্রসঙ্গত, এই একই প্রশ্ন আগেও তোলা হয়েছিল আন্দোলনকারী বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের তরফ থেকে। মঙ্গলবার এই প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্টও। সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কাছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য এও জানতে চান, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে পুরনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগ হবে। সেখানে নতুন বিধি এনে জটিলতা বাড়ানো হল কেন।

এরই পাশাপাশি বিচারপতি ভট্টাচার্য এ প্রশ্নও করেন, গত ৩০ মে এই সংক্রান্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত অযোগ্যদের কেন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে স্পষ্টভাবে বারণ করা হল না। সুপ্রিম

কোর্ট যাদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করে নতুন পরীক্ষায় বসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাদের ফের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে কেন তা এদিন এসএসসি ও রাজ্য সরকারের কাছে স্পষ্ট জানতে চায় আদালত। আদালত সূত্রে খবর, সোমবারের মধ্যে এসএসসি ও রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিয়ে কারণ জানাতে বলেছে আদালত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ৪৪ হাজার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ও রুল প্রকাশ করা হয়েছে এসএসসি-র তরফে। এদিকে মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৬ সালের সিলেকশন প্রসেস ওই সালের রুল অনুযায়ী করতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ মানা হয়নি বলে অভিযোগ।

দ্বিতীয়ত, বয়সের ছাড়ের ক্ষেত্রেও নির্দেশ মেনে হয়নি। নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও প্রার্থী যদি একাধিক পরীক্ষায় বসে থাকে, তাহলে প্রতি সিলেকশনে বয়সের ছাড় পাবে। কিন্তু নতুন বিজ্ঞপ্তিতে একবার মাত্র সুযোগ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ১০ নম্বর করে দেওয়া হয়েছে। সেটাও আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। মামলাকারীদের দাবি ছিল, যারা বঞ্চিত তাদের মধ্যেও যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। আবার যারা চাকরি করেছেন তাদের মধ্যে এখনও অনেক অযোগ্য থাকতে পারেন। আর এখানেই প্রশ্ন, তাহলে কীসের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতার জন্য বাড়তি নম্বর ধার্য করা হয়েছে?

এদিকে এই মামলা প্রসঙ্গে মামলাকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ২০১৬ সালে যে নিয়মে পরীক্ষা হয়েছিল অবিকল সেই নিয়মে পরীক্ষা নিতে হবে ২০২৫এ।

আদালতে দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে আদালতে বিস্ফোরক দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সিবিআইয়ের আইনজীবী বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে জানান, মন্ত্রিসভায় যে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি হয়েছিল সেখানে নিয়োগেও নেওয়া হয়েছিল টাকা। অর্থাৎ, সুপার নিউমেরারি পোস্টে নিয়োগ পেতেও টাকা দেওয়া হয়। তবে কতজন টাকা দিয়েছিলেন তা জানাতে পারেনি সিবিআই। সেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন বলে জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী।।

রহস্যমৃত্যু

■ হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত হাটপুকুর এলাকায় একসঙ্গে একই পরিবারের তিনজনের রহস্যমৃত্যু। মৃতরা হলেন; বলরাম খাঁ (৬৬), তাঁর স্ত্রী শেলী খাঁ (৫৪) ও তাঁদের ছেলে সমব্রিত খাঁ (৩২)। হাটপুকুর এলাকার একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে থাকতেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ঘর থেকে স্বামী-স্ত্রীর এবং পাশের ঘর থেকে ছেলের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বিষাক্ত কিছু খেয়ে তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার খবর পেয়েই মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগাছা থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি পাঠানো হয়েছে।

-বিস্তারিত ২-এর পাতায়

রাজারহাটে রাজ্যের প্রথম এআই হাব, ঘোষণা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া থ্রি-তে রাজ্যের প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিল্প তালুক বা এআই হাব গড়ে তুলছে আইটিসি ইনফোটেক। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়েছে নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই সুখবর দিয়েছেন রাজ্যবাসীকে। তিনি লিখেছেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, নিউটাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া থ্রি এলাকায় অবস্থিত আইটিসি লিমিটেডের বিশ্বমানের ইনফরমেশন টেকনোলজি ও আইটিএস ক্যাম্পাসের জন্য ওকুপান্সি সার্টিফিকেট দিয়েছে।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের অধীনস্থ হিডকো এই প্রকল্পের জন্য ১৭ একর জমি বরাদ্দ করেছিল।

ওই ক্যাম্পাসে তিনটি পৃথক ভবন তৈরি হয়েছে; একটি আকাশচুম্বী অফিস টাওয়ার, একটি ব্যবসায়িক সহায়ক কেন্দ্র ও একটি 'নলেজ ক্যাম্পাস'। সব মিলিয়ে ১৪.৫ লক্ষ বর্গফুটের বেশি জায়গা জুড়ে তৈরি এই আইটি ও প্রযুক্তি ক্যাম্পাসে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা। কর্মসংস্থান হবে অন্তত ৫,০০০ মানুষের।

এই প্রকল্পকে বাংলার প্রযুক্তিনির্ভর বিকাশের ক্ষেত্রে মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ডিজিটাল ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য হয়ে উঠছে বাংলা। এই হাব রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।'

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, নিউটাউন কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া থ্রি এলাকায় অবস্থিত আইটিসি লিমিটেডের বিশ্বমানের ইনফরমেশন টেকনোলজি ও আইটিএস ক্যাম্পাসের জন্য ওকুপ্যান্সি সার্টিফিকেট দিয়েছে।

কাল রাজ্য সভাপতি নির্বাচন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'সংগঠন পর্ব ২০২৪'-এর অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি এবং জাতীয় কাউন্সিল সদস্য নির্বাচন হতে চলেছে এই সপ্তাহেই। সোমবার প্রকাশিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্বাচন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি ঘোষণা করেছেন রাজ্য রিটার্নিং অফিসার তথা বিধায়ক দীপক বর্মন।

ঘোষণা অনুযায়ী, ৩ জুলাই (বৃহস্পতিবার) রাজ্য সভাপতির পদে দুপুর ১২টা থেকে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং সেদিনই দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে ভোট গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর, ৬ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা-৭৩ থেকে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময়সূচি হল, বুধবার দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা হবে। বিকেল ৪টে থেকে ৫টা মনোনয়ন যাচাই হবে। বিকেল ৫টা থেকে ৬টা, মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা। সন্ধ্যা ৬টায় চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হবে। ৩ জুলাই দুপুর ১২ টায় ভোটগ্রহণ করা হবে। দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

দলের শীর্ষ সূত্র জানাচ্ছে, এই নির্বাচন ঘিরে রাজ্য বিজেপির অভ্যন্তরে বাড়ছে উত্তেজনা এবং আগ্রহ;বিশেষ করে সংগঠনের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে।

প্রসঙ্গত, অতীতেও একাধিকবার রাজ্য সভাপতি পদে প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তবে এবারে যদি একাধিক প্রার্থী বৈধভাবে মনোনয়ন জমা দেন, তবে ৩ জুলাই ভোটগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হবে বলেই দলের তরফে ইঙ্গিত মিলেছে। সেক্ষেত্রে ওইদিনই নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করে দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই নির্বাচন শুধু নেতৃত্ব বদলের প্রশ্নই নয়; রাজ্য বিজেপির আগামী সাংগঠনিক রণকৌশল নির্ধারণেও তা একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হতে চলেছে।

'বিজেপি শাসন করলে ২৪ ঘণ্টায় ধর্ষণের ফয়সালা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা কাণ্ড-সহ একাধিক ঘটনায় রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকেলে ময়না বাজার থেকে বিজেপির 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'র সূচনা করে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানান তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে ধর্ষণের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত'।

বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন, 'এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শাসনে শিশুকন্যা থেকে প্রবীণা;কেউ নিরাপদ নন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার ধর্ষণের ঘটনাগুলিকে তুচ্ছ করে দেখিয়েছেন।' পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অভিযোগ করেন, 'তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরদাম নিয়ে ঝামেলা। কাকদ্বীপে বলেছিলেন ফুল রেপে ২০ হাজার, হাফ রেপে ১৫ হাজার ক্ষতিপূরণ। বকটুইয়ে ভাদু শেখরা সাতজন মুসলিম মহিলা ও চার

শিশুকন্যাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারলেও বলেছিলেন গ্যাস বিস্ফোরণ।'

শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, বারাসাতে ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্তের ফাঁসি হলে সরকার হাইকোর্টে গিয়ে সাজানো মামলা বানিয়ে তাকে মুক্তি পাইয়ে দেয়। কামদুনিতে ধর্ষণের অভিযুক্তদের পুলিশি সুরক্ষা দেওয়া হলেও, অভিযোগকারিণীরা সুরক্ষাহীন।

অভয়া কাণ্ডে চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের তদন্তেও 'প্রমাণ লোপাটের' অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দশ লাখ টাকা তো দেওয়া যেতেই পারে! এটাই মমতার চরিত্র।' কসবা কাণ্ডে নির্যাতিতাকে ও তাঁর পরিবারকে গোপনে লুকিয়ে রাখার অভিযোগ তুলে বলেন, 'জাতীয় মহিলা কমিশন বা কেন্দ্রীয় তদন্ত টিমকে পর্যন্ত দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। কিসের এত গোপনীয়তা?'

ভাইপোর নেতৃত্বে 'তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পুরনো কর্মীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন' বলেও দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'আজ তৃণমূলের মহিলা সদস্যারাও নিজ দলের কর্মীদের হাতে মার খাচ্ছেন।' শেষে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করব। বলব ৯ জুলাই নবান্ন অভিযানের ডাক দিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার আমরা ছাড়ব না।'

ডিজিটাল ভারতের দশকপূর্তি, মোদীর কলমে সাফল্যের খতিয়ান

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: ডিজিটাল ভারতের ১০ বছর পূর্তি। যে উদ্যোগের সাফল্য নিয়ে দশ বছর আগে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন, সেই ডিজিটাল ভারতের বলে বলীয়ান হয়ে ভারত আজ বিশ্বকে ডিজিটাল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার পথে এগোচ্ছে। ডিজিটাল ভারতের ১০ বছর পূর্তিতে কলম ধরেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। লিঙ্কডিইনে লেখা একটি প্রবন্ধে ডিজিটাল ভারতের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি।

২০১৫ সালে ডিজিটাল ভারতের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দেশের প্রত্যেক নাগরিক যাতে প্রযুক্তির সুবিধা পান, সেটা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে দশকের পর দশক সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা এই ভাবনায় বদল আনি। প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারতীয়দের দক্ষতার উপর আস্থা রাখি। ২০১৪ সালে ভারতে ইন্টারনেট পরিষেবা সীমিত ছিল। মানুষের ডিজিটাল জ্ঞান খুবই কম ছিল। অনলাইনে সরকারি পরিষেবা প্রায় দুর্লভ ছিল। ভারতের মতো এত বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশে ডিজিটাল ক্ষেত্রে সাফল্য নিয়ে অনেকে সন্দিহান ছিলেন। কয়েক দশক ধরে এটাও মনে করা হচ্ছিল যে প্রযুক্তির ব্যবহার ধনী ও সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে ব্যবধান আরও গভীর করবে। কিন্তু আমরা এই মানসিকতা পরিবর্তন করেছি এবং এই ব্যবধান দূর করার জন্য প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দশ বছর পর সব প্রশ্নের উত্তর আজ ১৪০ কোটি ভারতীয়র জীবনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সালে ২৫ কোটি ইন্টারনেট সংযোগ ছিল। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৯৭ কোটি। ৪২ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেবল রয়েছে। যা প্রত্যন্ত গ্রামকে সংযুক্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ৫জি পরিষেবায়ও দ্রুত এগোচ্ছে ভারত। ইউপিআইয়ের মতো অনলাইনে লেনদেনের কথাও তুলে ধরেন তিনি। ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতি আগের চেয়েও বেশি এমএসএমই এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করছে বলে তিনি লেখেন। স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমেও এখন ভারত বিশ্বের প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছে বলে জানান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে ভারতের সাফল্যের প্রশংসা করেন মোদী।

আজ শুরু মোদীর পঞ্চদেশীয় সফর

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই: পঞ্চদেশীয় সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ ঘানার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। তার পর যথাক্রমে যাবেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়ায়। ৬ ও ৭ জুলাই ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে ব্রিকস সম্মেলনেও যোগ দেবেন তিনি। এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ সফরসূচি প্রকাশ্যে না-এলেও কেন্দ্রের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দু'টি লক্ষ্য মাথায় রেখে পঞ্চদেশীয় সফরে বেরোচ্ছেন মোদী।

দুই লক্ষ্যের একটি হল সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বাকি দেশগুলিকে একজোট করে সম্মিলিত বার্তা দেওয়া। দুই, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল কিংবা নামিবিয়ার মতো দেশগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের জোগান নিশ্চিত করা। পহেলগাঁও কাণ্ডের পরই পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানাতে বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল ভারত। এ বার এই বিষয়টি ব্রিকস সম্মেলনেও তুলতে চাইছে নয়াদিল্লি। নয়াদিল্লি আশাবাদী যে, তাদের কূটনৈতিক দৌত্যের কারণে সম্মেলনের যৌথ ঘোষণাপত্রে পহেলগাঁও কাণ্ডের নিন্দা এবং সন্ত্রাসবাদ বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপের কথা বলা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/০৬/২০২৫ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে A/97 নং এফিডেভিট বলে আমি PURNIMA ROY D/O- DINESH CHANDRA ROY নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র SADIA KHATUN নামে পরিচিত হইলাম। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হইলাম।

নাম-পদবী

আমি, সুরজিৎ বোস পিতা ঈশ্বর সৌরেন বোস, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম সুরজিৎ বোস থেকে সুরশ্রী বোস এবং আমার লিঙ্গ পুরুষ থেকে মহিলাতে পরিবর্তন করেছি। এখন থেকে, সমস্ত সরকারী এবং আইনি উদ্দেশ্যে আমি সুরশ্রী বোস এবং আমার লিঙ্গ মহিলা হিসাবে পরিচিত হব।

নাম-পদবী

I, SABINA BIBI W/O- Sekh Piyar Ali my daughter PARUL KHATUN born on 25.02.2010 residing at Balipota, p.o- Narajole, P.S- Daspur, Paschim Medinipur,721211, have changed her name from PARUL KHATUN to NUSRAT JAHAN vide affidavit No-32 date-09.02.2023 before Ld. ACJM, Ghatal.

নাম-পদবী

গত ২৯/০৪/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৯৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Akbar & Akbar Ali S/o. Late Abdul Aziz R/o. Boropara, Dingalhat, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, ও আমার স্ত্রী (মৃত) Mairun Nesha & Meherunesha W/o. Md Akbar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md Aslam S/o. Md Akbar.

নাম-পদবী

আমি Sakila Khatun D/o. Late Md. Kasim গত ০৮/০৫/২০২৫ তারিখে হিন্দু ধর্ম মতে Siddarth Routh এর সহিত বিবাহ করিয়া ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sakila Devi W/o. Siddarth Routh নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ২৩/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sakila Devi W/o. Siddarth Routh & Sakila Khatun D/o. Late Md. Kasim একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৩০২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Lakshman Ghosh S/o. Lt. Tentul Ghosh R/o. 12, Ram Nidhi Chatterjee Lane, Uttarpara, Hooghly-712258, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, Lakshman Ghosh S/o. Tentul Ghosh, Lakshman Ghosh S/o. Tentul Ch Ghosh and Lakshman Ghosh S/o. Tentul Chandra Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Jayanti Jha** W/O Pradip Kumar Jha, R/O 41/7, N S Road Rishra PO PS Rishra Hooghly 712248, my daughter's actual name is **Riya Jha** but due to mistake in her birth certificate (Reg No 699A/2009 Date 31.08.2009) & Adhar Card No (460087350153) name wrongly recorded as **RIYA JAH** in place of **RIYA JHA**. Vide affidavit no 4806 dated 16.05.2025 in the court of 1st class judicial Magistrate at Serampore court, I declare that my daughter **RIYA JAH** D/O Pradip Kumar Jha and **RIYA JHA** D/O Pradip Kumar Jha both is the same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, **LAXMI SHAW** W/O Bhola Shaw @ Bhola Nath Shaw residing at Station Road, Paschim Rathtala, Hridaypur, Barasat-I, P.O.- Hridaypur, P.S.- Barasat, Dist. - North 24 Parganas, WB- 700127 do hereby declare vide affidavit Serial No. 127 before the Notary Public at Barasat dated 01.07.2025 that my actual name is LAXMI SHAW and it is recorded in my Aadhar Card but in my Son's birth certificate issued by KMC, my name has been recorded as LACHMI SHAW inadvertently. My husband's actual name is BHOLA NATH SHAW and it is recorded in his Aadhar Card but his name has been recorded as BHOLA SHAW in our son Ayush Shaw's birth certificate inadvertently. LAXMI SHAW and LACHMI SHAW is the same one and identical person. BHOLA NATH SHAW and BHOLA SHAW is the same one and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা বাবর আলী সেখ, সাবীর আলী সেখ, জাহান আলী সেখ, সামসুর সেখ, জহুরা বিবি মন্ডল, ফিরোজা মন্ডল ও তানজান মালিতা সকলের পিতা-মৃত হজরত আলী সেখ, সাং- সাঁতরাপাড়া কাটাগঞ্জ, থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫০, গত ইং- 16.10.2023 তারিখে আমমোক্তার দলিল নং- I-4841, শ্রী সুজয় দে, পিতা মৃত হরেকৃষ্ণ দে, সাং- সাঁতরাপাড়া কাটাগঞ্জ, থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, ৭৩নং গোকুলপুর মৌজায় তিনটি দাগে 438, 439 ও 440 ও 561 খতিয়ানে মোট আমমোক্তার জমির পরিমান 69.183 বা 58.24 কাঁটা। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O (চাকদহ) অফিসে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।
ফোন- 7003449390

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of District Delegate Paschim Medinipur
O.S. No. 01 of 2019 (R-02 of 2019)
(Arising out of Probate Case No. 56/2009)
শ্রী প্রমোদ কুমার আচার্য্য..দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার অন্তর্গত সেখপুরা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা **ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য্য** জীবদ্দশায় তাঁহার স্বত্বীয় দখলিয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিসমূহ সম্পর্কে ইংরাজী ৩১.১০. ২০০৮ তারিখে একটি উইলপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উইল মূলে প্রবেট পাওনের প্রার্থনায় দরখাস্তকারী অত্র নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা আইনানুগ কার্য্য করা যাইবে।

তপশীল:
জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- মেদিনীপুর কোতয়ালী, মৌজা- সেখপুরা, জে.এল নং -১৭২, আর.এস. খতিয়ান নং - ১২, দাগ নং-৬২, পরিমান- ০.০৩৪৪ একর।

অনুমত্যানুসারে
বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)
পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ১৯.০৬.২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী [illegible] মাহাতো ... জেলা পুরুলিয়া ... 131 ... 3009 ... 717 ... 0.3433 ডেঃ ... (8/12/1983) ... 7345 দিনক (8/12/1983) ... 7344 দিনক (8/12/1983) ... 2312 দিনক (20/06/25) ... 2.5 ডেঃ ... (20/6/25) ... 0.3 ডেঃ ... [illegible] ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কোনরূপ আপত্তি থেকে থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি জারি দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আমার বা আমার মক্কেলের সহিত যোগাযোগ করুন তা না হইলে দিনে সময়সীমার পার হইবার পর কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না।
Prabhat Ranjan Daripa
advocate district judge court Purulia

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী পিতা- ৺জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী সাং- কাঁসাড়ীপাড়া (চ্যাটার্জী বাড়ী লেন), পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ গত ২০/১২/২০২৩ তাং I - 12437/2023 নং দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, শ্রী অভিজিৎ গড়াই পিতা- ৺নারায়ণ চন্দ্র গড়াই, সাং - রথতলা পালপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালি, জেলা- নদীয়া, পি - ৭৪১১০১। উক্ত আমমোক্তার হইতে ১২/০৬/২০২৫ তাং, I - 6204/2025 নং দলিল বলে ০৮ নং ওয়ার্ডের ৩০ নং হোল্ডিং ভুক্ত মৌজা- ৯২ নং কৃষ্ণনগর, খতিয়ান নং- R.S.- ৮১৩ নং L.R.- ৩৮৭০ নং দাগ নং- R.S.- ১২৫৮৮ L.R. ১৭৫৭১ এর মোট ০৬.৮৫ শতক সম্পত্তি ১. শ্রীমতি ইতিজা মন্ডল, স্বামী- অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য, পিতা- শ্রী জয়দেব মন্ডল ২. অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য পিতা - ৺নীলকন্ঠ ভট্টাচার্য্য, সাং- ধুবুলিয়া ক্যাম্প, ব্লক - ৬, পোঃ ও থানা- ধুবুলিয়া জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৪০ ক্রয় করেন, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য হইবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **মিনারুল মন্ডল**, পিতা- ৺মুন্নাথ মন্ডল, সাং ও পোঃ নতুনগ্রাম, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া গত ইং ১২.০৫.২০২২ তারিখের হাঁসখালী ADSR অফিসের ১৯৯৬নং দলিলবলে হাঁসখালী থানার ১৪নং নতুনগ্রাম মৌজায় ৮৮৫নং দাগে ৩১ শতক সম্পত্তি **নমিতাদেবী বিশ্বাস**, স্বামী- সমীর কুমার বিশ্বাস, হাল সাং ও পোঃ নতুনগ্রাম, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। উক্ত **নমিতাদেবী বিশ্বাস** উক্ত সম্পত্তি **পার্থসারথী চৌধুরী**, পিতা অধিপ চন্দ্র চৌধুরী, সাং ব্লক এ.সি.-১৪৯, সল্টলেক সিটি, পোঃ ও থানা - বিধাননগর, কোলকাতা-৬৪-এর নিকট হইতে ১৩.১২.২০১১ তারিখের হাঁসখালী ADSR অফিসের ৫১৮৪নং দলিলবলে ক্রয় করেন। উক্ত **পার্থসারথী চৌধুরী** উক্ত সম্পত্তি ২৩.১১.২০১১ তারিখের A.R.A. III, Kolkata অফিসের ৪নং বহির ৬৬৫৭ ও ৬৬৫৮ নং দুইখানি আমমোক্তারনামা বলে তাহার পিতা **অধিপ চন্দ্র চৌধুরীর** নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট), জাজেস কোর্ট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা আমার মক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী জানাইতেছি যে, ১নং জে.এল. ভুক্ত চন্দননগর মৌজায় ৯নং সীটে আর.এস. ৩৩৮ নং ও এল.আর. ৫০৮ নং দাগে আর.এস. ২১৩ নং ও এল.আর. ৬১৭ নং খতিয়ানে ৩ কাঠা ১০ ছটাক জমি শ্রীমতী প্রতিমা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী প্রয়াত নির্মল ভূষণ চ্যাটার্জ্জী ওরফে নির্মল ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাকিম-নাড়ুয়া মেইন রোড, ওয়েস্ট, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৩৬।
মহাশয়া বিগত ইংরাজী ২১.০৫.২০২৫ তারিখে জয়েন্ট সাব রেজিস্ট্রার, ক্লাস-২, হাভেলি-৭, পুনে, মহারাষ্ট্র অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত ১১৪৩০/২০২৫ নং আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং শ্রী প্রলয় চ্যাটার্জ্জী, পিতা প্রয়াত নির্মল ভূষণ চ্যাটার্জ্জী ওরফে নির্মল ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাকিন- ন্যাটি এস্পায়ার, সাফায়ার এ-৪০৪, পুনে, পোঃ ও থানা-খারাদি, জেলা-পুনে, পিন-৪১১০১৪, স্টেট অফ মহারাষ্ট্র উক্ত মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নামা বলে চন্দননগর সাব রেজেষ্ট্রি অফিসে রেজেষ্ট্রিকৃত ১৫৪৫/২৩.০৫.২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে আমার মক্কেল শ্রী তাপস শীল, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ শীল, সাকিন-নাড়ুয়া সরকার পাড়া, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর (খলিসানী) মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর অফিসে আবেদন করিয়াছি, যাহার কেস নং এম.এন./ ২০২৫/ ০৬১৯/ ৩৩৯৪। এমতে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর (খলিসানী) অফিসে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় এ্যাকাউন্টটি আইনানুগ নিষ্পত্তি করা হইবে।
বিরেশ্বর ভদ্র
(উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত ও জেলা জজ আদালত, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা জুলাই। ১৭ ই আষাঢ়। বুধবার। সপ্তমী তিথি মুহূর্ত। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরী মঙ্গল ও বিংশোত্তোরী রবি মহাদশা কাল। মৃতে ত্রী পাদ দোষ, সকাল ১১/৮ পরে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তার নামা

১। শ্রীমতী মন্দিরা মুখার্জী, স্বামী-৺নন্দ দুলাল মুখার্জী, সাকিম- ফ্ল্যাট নং-২ বি প্রতিমা এ্যাপার্টমেন্ট প্রিমিসেস নং- ৫, রায় বাহাদুর রোড, পোঃ ও থানা- বেহালা, কলকাতা ৭০০০৩৪। ২। শ্রী প্রশান্ত কুমার মুখার্জী, পিতা- ৺সন্তোষ কুমার মুখার্জী, সাকিম- ফ্ল্যাট নং- ৫ বি/৪এ, তেলিপাড়া লেন, পোঃ- ঢাকুরিয়া, থানা- গরফা, কলকাতা-৭০০০৩১। ৩। শ্রীমতী দেবানজনা মুখার্জ্জী, পিতা- শ্রী দেবকী দুলাল মুখার্জী, সাকিম- ফ্ল্যাট নং- ৫বি/৪এ, তেলিপাড়া লেন, পোঃ- ঢাকুরিয়া, থানা- গরফা, কলকাতা - ৭০০০৩১। ৪। শ্রীমতী অসীমা ঘোষ ওরফে অসীমা মুখার্জী, স্বামী- প্রয়াত বিশ্বজিৎ মুখার্জী, সাকিম- ১০/১, গোবিন্দ সরকার লেন, পোঃ- বউবাজার, থানা-মুচিপাড়া, কলকাতা - ৭০০০১২। ৫। শ্রী দেবাশীষ মুখার্জী, পিতা- বীরেশ্বর মুখার্জী, সাকিম- ২৭ শঙ্করটোলা স্ট্রীট, পোঃ- এন্টালী, থানা- মুচিপাড়া, কলকাতা - ৭০০০১৪। ৬। শ্রী শুভেন্দু মুখার্জী, পিতা- বলেন্দ্র কুমার মুখার্জী, সাকিম- ৫৮/২/১, আর.কে.এম. লেন, চাঁপদানী, পোঃ-বৈদ্যবাটী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২২।

উপরি উল্লিখিত ছয় জন ব্যক্তির তপশীল

১। জেলা- হুগলী, থানা- ভদ্রেশ্বর, মৌজা- গৌরহাটী-চাঁপদানী, জে.এল. নং-২২১, হাল. দাগ নং- ৫৫১১, হাল, খতিয়ান নং- ৪৬১, ১১৬৮, ১৫৮৩ এবং ৫৮, পরিমান ১০ কাঠা ১২ ছটাক (বাঁশতলা পুকুর)। ২। ঐ একই মৌজায় হাল ৫২৩২ নং দাগ ভুক্ত, হাল-৪৬১, ১১৬৮, ১৫৮৩ এবং ৫৮নং খতিয়ানে পরিমান ০৮ কাঠা (সদর পুকর)। ৩। ঐ একই মৌজায় হাল ৫১১২ নং দাগ ভুক্ত, হাল-৩৮১, ১৫৮৩ এবং ১১৬৮নং খতিয়ানে পরিমান ১২ কাঠা ১০ ছটাক (খিড়কী পুকর)। ৪। ঐ একই মৌজায় হাল ৫১২০ নং দাগ ভুক্ত, হাল-৪৬১, ১১৬৮, ১৫৮৩ এবং ৫৮নং খতিয়ানে পরিমান ০২ কাঠা ১৫ ছটাক (শিবতলা পুকর)। মোট চারটি দাগের সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ২২/০৮/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-v, আলিপুর দক্ষিন ২৪ পরগনা অফিসে (1-4187) নং আমমোক্তার নামা মূলে আমাকে অর্থাৎ শ্রী রাম হালদার, পিতা-শ্রী সন্ন্যাসী হালদার, সাকিম- ১১১, পশ্চিম খাঁ পুকুর, পোঃ- এ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২১, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার বলে উপরি উল্লিখিত তপশীল সম্পত্তির কিছু বিক্রয় করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Sd/-
RANADEB MITRA (ADVOCATE)
CHANDANNAGAR COURT

DECLARATION

We, Montu Ghosh & Goutam Ghosh Son of Amal Ghosh of Raipur, Kolkata-700047 declare before 1st Class E.M. at Sealdah on 30.06.2025 that we purchased a land of 2 cottah, Mouza-Kamrabad J.L. no. 41, R S Dag-465, Khatian no.1922 from Madan Jha, Bablu Jha & Sangita Ananda, all Sons and daughter of Late Raj Kumar Jha (they all are the legal heirs of mother Moti Devi Jha) bearing Book-I, V-26, P-501– 517, being– 11480 on 10.10.2023. Moti Devi Jha was the original owner & she purchased the said land from Asit Kumar Debnath S/o Jyotish Chandra Debnath being– 7745/1998.
The original site plan of Moti Devi Jha has been lost and the original deed of Asit Kumar Debnath also lost (Related to our land). We inform the matter to O/C Narendrapur P.S. on 28.06.2025 in writing. We filed petition before the Rajpur-Sonarpur Municipality for mutation in our favour.

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. DISTRICT DELEGATE PASCHIM MEDINIPUR
REF: PROBATE CASE NO. 21/2023

BANDANA CHAKRABORTY W/O- Chandra Sekhar Chakraborty, Resident of Vill- Boradiha, P.O- Jakpur, P.S- Kharagpur (Local), Dist - Paschim Medinipur.
....PETITIONER

TO WHOM IT MAY CONCERN

WHEREAS the Petitioner **Bandana Chakraborty** has filed the **Probate Case No. 21/2023** before the Ld. District Delegate, Paschim Medinipur for getting probate in respect of dated 27.06.2017 executed by **Basanti Chakraborty** W/O Late Gyanranjan Chakraborty of Vill - Boradiha under P.S - Kharagpur (Local), Dist- Paschim Medinipur in respect of the schedule below assets.
WHEREAS **Basanti Chakraborty** has appointed the Petitioner as an Executor to that **Will**.
WHEREAS the above noted **Probate Case No. 21/2023** is now pending before the Ld. District Delegate, Paschim Medinipur. If any person / persons have any objection towards granting probate in respect of the schedule below assets. Then he/she would appear before the court within 1 (One) Month from the date of the publication of this notice, unless the above noted case be disposed of according to law.

SCHEDULE ASSETS

Dist - Paschim Medinipur, P.S - Kharagpur (Local), J.L. No. 227, Mouza - Boradiha, L.R. Khatian No. 343/1, Plot No. 1135, Nature - Jal, Area - 08 Dec as per physical possession. **Butted and Bounded by:** On the North – Khal, On the East & West & South - Debjani Chakraborty **BY ORDER**
Kamrun Nehar (Sheristader)
District Delegate Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী, মোকাম চন্দননগরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯, কেস নম্বর ৭৪/২০২৪

দরখাস্তকারীনি ঃ- প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, স্বামী স্বর্গীয় সায়ন মাইতি, সাং- ১৪ নম্বর রাম চ্যাটার্জী সরনী, লালবাগান চক্, পো ঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৬।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানান যাইতেছে যে, আমার স্বামী সায়ন মাইতি, পিতা- অমলেন্দু বিকাশ মাইতি, সাং-১৪ নম্বর রাম চ্যাটার্জী সরনী, লালবাগান চক্, পো ঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬, মহাশয় বিগত ইংরাজী ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত সায়ন মাইতি আমাকে তথা দরখাস্তকারীনিকে বিবাহ করেন তথা আমি দরখাস্তকারীনি তাহার স্ত্রী হইতেছি। আমার স্বামী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। উক্ত সায়ন মাইতি এর মাতা শ্রীমতী অনিন্দিতা সামন্ত মাইতি, স্বামী-অমলেন্দু বিকাশ মাইতি এবং তাহার পিতা অমলেন্দু বিকাশ মাইতি, পিতা স্বর্গীয় বিজয় বিহারী মাইতি, সাং- ১৪ নম্বর রাম চ্যাটার্জী সরনী, লালবাগান চক্, পো ঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬। বর্তমানে স্বর্গীয় সায়ন মাইতির তিনজন ওয়ারিশ আছেন যথা ১। প্রিয়াঙ্কা কুন্ডু, ২। অনিন্দিতা সামন্ত মাইতি, ৩। অমলেন্দু বিকাশ মাইতি এবং উক্ত তিনজন বর্তমানে জীবিত।
অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীনি উক্ত মৃত ব্যক্তির নামীয় নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিধায় নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র দরখাস্তকারীনি উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা উপরি বর্নিত আদালতে দায়ের করিয়াছেন। দরখাস্তকারীনি ছাড়া মৃত সায়ন মাইতির আর কোন ওয়ারিশন বা উত্তরাধিকার আদালতের সমন / নোটিশ গ্রহন করিবার পরেও আদালতে হাজির হয় নাই। তৎসত্ত্বেও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি দরখাস্তকারীনির সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা মনোনীত আইনজীবী দ্বারা উপরি বর্নিত আদালতে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। নচেৎ দরখাস্তকারীনির পক্ষে একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

তপশীল

Master card full and final settlement process of deceased Sayan Maity.
1. His FNF excluded the gratuity amount which is payble amounting Rs. 8,87,953/- (eight lacs eighty seven thousand nine hundred fifty three) only.
2. Debts and securities are to the said deceased 47 (forty seven) unit shares of Master card held at Morgan Stanley at work, present value as per Indian Currency amounting Rs. 2,060,077.28 INR (twenty lacs sixty thousand seventy seven rupees twenty eight paisa as per Indian Currency value).

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
চন্দননগর, হুগলী
05.05.2025

দরখাস্তকারীর পক্ষে
Subojit S Shaw
এ্যাডভোকেট

আমমোক্তার নামা

১. মন্দদরী মাহাত, স্বামী যাদব চন্দ্র মাহাত, ঠিকানা- শিমুলিয়া, পোস্ট ও থানা-পুরুলিয়া গত ইংরেজি ০৯.০৪.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ১নং বহির ১২৫৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে (১) আনন্দময় মাহাত-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উল্লেখিত আমমোক্তারদাতা নিম্নে উল্লেখিত ওয়ারিশ রেকর্ড অনুযায়ী ৫৮৯, ৫৮৬ নং দাগে ভুক্ত রহিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার এক(১) মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা ও অ্যাডিসনাল জেলা সাব রেজিস্ট্রি-তারকেশ্বর সামিল মৌজা-বালীগোড়ী, জে.এল. নং-৫৩, হাল দাগ ৫৮৯, ৫৮৬ শুনা জমি ১ আনায় ০.১৬ শতক সম্পত্তি।
কেস নাম্বার-MN/2025/0608/6671।

হিমাদ্রী চক্রবর্তী
(এ্যাডভোকেট)
চুঁচুড়া আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী শুভজিৎ গরাঁই পিতা শ্রী সন্তোষ গরাঁই সাং ঝালদা ওয়ার্ড নং ৫, পোঃ+থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, কে আমমোক্তার দাতা শ্রী সন্তোষ গরাঁই, পিতা হাবু গরাঁই, তার নিজ নামিত রেকর্ডভুক্ত জমি ঝালদা ১নং ব্লকের অন্তর্গত ঝালদা মৌজার (JL No. 131), RS/LR খাতা নং ১০২৪৯, হাল দাগ নং ৪০৪৯, বাইদ মাপ ৩৮.৫ (আটত্রিশ দশমিক পাঁচ) ডেঃ বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. অফিসের ২০২২ সালের ২২৫৬ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমার মোক্কেল শ্রীমতি আশালতা রায়, স্বামী শ্রী সাগর রায়, সাং ঝালদা পোদ্দার পাড়া, পোঃ + থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া, আমমোক্তার গ্রহিতা শ্রী শুভজিৎ গরাঁই, পিতা শ্রী সন্তোষ গরাঁই এর নিকট উল্লেখিত হাল খাতা নং ১০২৪৯, হাল দাগ নং ৪০৪৯, শ্রণী বাইদ, এ মোট পরিমাণ ০১ (এক) ডেঃ Jhalda A.D.S.R. অফিসের ২০২৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত ১৫১৫ নং কোবালা দলিল নং মূলে জমি ক্রয় করিয়াছেন উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Jhalda A.D.SR. ও B L & L. R. O Jhalda - I অফিসে যোগাযোগ করিবেন আন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
Prabhat Ranjan Daripa
advocate district judge court Purulia

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী হারাধন দাস ও ২)শ্রী বাপ্পা দাস**, উভয়ের পিতা ৺পরিতোষ দাস, উভয়ের সাকিম পুনুই, সোমড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ২৭/০৯/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-459/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী অমিয় খামারু** পিতা শ্রী বাসুদেব খামারু, ও **২)শ্রী জয়ন্ত খামারু** পিতা শ্রী জয়দেব খামারু, উভয়ের সাকিম পশ্চিম সেখপাড়া, মগরা, হুগলী- ৭১২১৪৮, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং **শ্রী অমিয় খামারু** উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং **শ্রী জয়ন্ত খামারু** উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3723/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী লীলাবতী সরকার** স্বামী শ্রী যদুপতি সরকার, সাকিম বৈঁচী, দক্ষিণপাড়া, বৈঁচী, পাড়ুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়াকে ৬.৬১ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আলিখোজা, ৪৩ নং জে.এল ভুক্ত, ক)সাবেক তথা হাল এল.আর ২৩১ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ৩২৬ নং খতিয়ান হইতে ০৩ শতক, খ)সাবেক তথা হাল এল.আর ২৩১ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ৭৮/১ নং খতিয়ান হইতে ১.৭৩ শতক ও গ)সাবেক ২৩১ তথা হাল এল.আর ১২৩৩ তথা নতুন হাল পর্চায় ২৩১/১২৩৩ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০৭ শতকের মধ্যে ৩২৬ নং খতিয়ান হইতে ১.৮৮ শতক, একুনে মোট (০৩+১.৭৩ + ১.৮৮)=৬.৬১ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী লীলাবতী সরকার** স্বামী শ্রী যদুপতি সরকার, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

: নোটীশ:

জেলা বাঁকুড়া সাকিম বেলিয়াতোড় নিবাসী সুব্রত কুমার রায় পিতা স্বর্গীয় অনিল কৃষ্ণ রায় সাকিম ও ডাকঘর বেলিয়াতোড় জেলা বাঁকুড়া পক্ষে বাঁকুড়া গঙ্গাজলঘাটী সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-10/1996 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমমোক্তার শ্রীকান্ত রায় পিতা স্বর্গীয় বিনয় কৃষ্ণ রায় উক্ত অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 1548/06 নং কোবালা দলিলমূলে বিশ্বজিৎ খাঁ পিতা স্বর্গীয় ফটিক চন্দ্র খাঁ সাকিম ও থানা বেলিয়াতোড় জেলা বাঁকুড়া এবং তিলক মাল পিতা জয়দেব মাল সাকিম ওলতড়া জেলা বাঁকুড়া মহাশয় থানা বেলিয়াতোড় অন্তর্গত ১৩০ নং জে. এল. বিশিষ্ট বেলিয়াতোড় মৌজার সাবেক ১২২৮ নং খতিয়ানভুক্ত ৪৬৬ নং দাগে ১৪৪ বঃ ফুট এবং উক্ত আমমোক্তার A.D.S.R. জি. ঘাটী অফিসের ৮২৯/২৩ নং কোবালামূলে নমিতা খাঁ স্বামী বিশ্বজিৎ খাঁ সাকিম ও থানা বেলিয়াতোড় জেলা বাঁকুড়া কে উক্ত দাগ খতিয়ান ভুক্ত এক পূর্ন এক এর চার শতক ভূমি বিক্রয় করেন উক্ত 1548/06 নং দলিলের ২ নং গ্রহীতা তিলক মাল এর প্রাপ্তীয় সম্পত্তি ঐ অফিসের ১১২৭/১২ নং কোবালামূলে বিশ্বজিৎ খাঁ পিতা স্বর্গীয় ফটিক চন্দ্র খাঁ সাকিম বেলিয়াতোড় জেলা বাঁকুড়া মহাশয়কে ঐ খতিয়ান ঐ দাগে ০.১৬৬৬ শতক জমি বিক্রয় করেন। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটীশ প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে B.L.&L.R.O. জি. ঘাটী কে অবগত করিবেন অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য হইবে।
ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/

NOTICE

In the Learned Court of District Delegate, Hooghly at Chinsurah.
Act XXXIX Case No.82 of 2024

(1) Sandhya Dey, 2) Swapna Dey, Both daughter of Late Netai Chand Dey and mother of Late Umasashi Dey, both residing at 11/216, Balaram Mallick Road, Ghutia Bazar, P.S. Chinsurah, P.O. & District Hooghly, under Hooghly-Chinsura Municipality, West Bengal, Pin-712103.... **Petitioners**

এতদ্বারা সবর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারীগন তাহার ভ্রাতা **সুকুমার দে** এর Bank of India, Branch Office at Chinsurah তে ৫,০০,০০০৲ (পাঁচ লক্ষ) টাকা গচ্ছিত পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা এ্যাডভোকেট বাবুর মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি বাহির হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া অত্র দরখাস্তের বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমার এক তরফা শুনানী হইবে।

SCHEDULE OF ESTATE

BANK OF INDIA, Branch Office at Chinsurah. Code No. 0222649. SCSS Balance Report As On 06/11/2023. SOL ID 42890.
SL. No.: 1, Account Holder: SUKUMAR DEY, Account Holder Id.: SAH4289032, Account No.: 42890SCSS000044, Amount: Rs. 5,00,000/-. Grand Total: 5,00,000/- (Five Lakhs Only).

দরখাস্তকারীর পক্ষে এ্যাডভোকেট
বর্ণালী মল্লিক (এ্যাডভোকেট)

অনুমত্যানুসারে
পার্থ সারথী পাল (সেরেস্তাদার),
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী। ২২/০৫/২০২৫

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

এক সপ্তাহ ফের পুলিশ হেপাজতে মনোজিৎরা

■ প্রথম পাতার পর
বিবেচনা করে দেখছি'। দক্ষিণ কলকাতার কলেজে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এবার গোটা ব্যবস্থায় রদবদলের সিদ্ধান্ত নিল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এদিকে ঘটনার পর থেকে কাদের ফোন করেন মনোজিৎ বা গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ঘটনা সম্পর্কে কাউকে কিছু মনোজিৎ জানিয়েছিলেন কি না তা জানতে চায় কলকাতা পুলিশ। নম্বর চিহ্নিত করে তাদের পরিচয় জানতে মরিয়া পুলিশ। তদন্তের প্রয়োজনে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। আর সেই কারণেই তিন অভিযুক্তর সিডিআর অর্থাৎ কল ডিটেলস রেকর্ডে নজর পুলিশের। আর এই কল ডিটেলস দেখতে গিয়ে তদন্তকারীদের নজরে আসে ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ২৬ জুন ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল মনোজিতের কথা। আর এবার পুলিশ মরিয়া ঘটনার রাত থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত আর কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। এরপর সোমবার প্রিন্সিপাল ছাড়া আরও ৬ পড়ুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। মঙ্গলবারও বেশ কয়েকজনকে তলব করা হয়। তবে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের উত্থান নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তৃণমূলের নেতাদের ছত্রছায়াতেই উত্থান হয়েছিল এই মনোজিতের তা একেবারে স্পষ্ট।

সাউথ কলকাতা ল' কলেজে যে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে, তার প্রতিবাদে গিরিশ পার্ক মোড় অবরোধ করেন বিজেপির কর্মীরা। ছবি: অদিতি সাহা

মঙ্গলবার মহাজাতি সদনের আয়োজনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪৪তম জন্মদিবস পালন হল মহাজাতি সদনের সেমিনার হলে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ডা. শশী পাঁজা, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অধ্যাপক ডাক্তার সুকুমার মুখার্জি, ডঃ সুদীপ্ত রায় ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই অনুষ্ঠানে ১৮ জন চিকিৎসককে সম্মানিত করা হয়। মানব সেবার প্রতীক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার মুখার্জি ও অন্যান্যরা।

হাইকোর্টে কার্তিক মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনার তদন্তে দায়ের করা এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন কার্তিক মহারাজ। মঙ্গলবার ওই এফআইআরের তদন্তে তাঁকে তলব করেছিল নবগ্রাম থানার পুলিশ। এদিন এফআইআর খারিজের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টে সোজা পৌঁছে যান কার্তিক মহারাজ। মামলাকারী কার্তিকের আবেদন, তিনি পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন। একজন মহিলা থানায় গিয়ে ১৩ বছর আগে কিছু হয়েছে, সেটার ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করেছেন, নোটিস দিয়ে যেতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও জানান, এটা সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ জুলাই ২০২৫, ১৭ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

সুপার নিউমেরারি পোস্টে নিয়োগেও টাকা, আদালতে দাবি সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে আদালতে বিস্ফোরক দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের।

আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সিবিআইয়ের আইনজীবী বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে জানান, মন্ত্রিসভায় যে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি হয়েছিল সেখানে নিয়োগেও নেওয়া হয়েছিল টাকা। অর্থাৎ সুপার নিউমেরারি পোস্টে নিয়োগ পেতেও টাকা দেওয়া হয়। তবে কতজন টাকা দিয়েছিলেন, তা জানাতে পারেনি সিবিআই। সেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন বলে জানান সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী।

একইসঙ্গে আরও স্পষ্ট করে আদালতে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, শারীরশিক্ষা এবং কর্মশিক্ষায় কতজন টাকা দিয়েছেন, সেটা তদন্তে পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তদন্তকারীদের বক্তব্য, এই মুহূর্তে এই পৃথকীকরণ সম্ভব নয়, কারণ এ ব্যাপারে এফআইআর করতে আদালতের অনুমতি লাগবে। সঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়, সুপার নিউমেরারি মামলায় তদন্ত চললেও, এই ধরনের মামলা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্য এখনও অনুমোদন দেয়নি, ফলে সেক্ষেত্রেও সমস্যা থাকছে।* তাই আদালতের অনুমতির প্রয়োজন। আদালতে জানালেন সিবিআই আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী। ফের আগামী ৪ জুলাই মামলা।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ জুন এসএসসির শারীরশিক্ষা-কর্মশিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও চাকরি বিক্রি হয়েছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখতে বলেন সিবিআইকে। সঙ্গে এও বলেছিলেন, সিবিআইয়ের পক্ষে এই খবর বার করা বেশি কষ্টকর হবে না। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগেও হয়েছিল টাকার লেনদেন। রাজ্য মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই অতিরিক্ত শূন্যপদ। তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আর তাতে নিয়োগ করতে পারেনি রাজ্য সরকার।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবীকে বিচারপতি বসু প্রশ্ন করেন, অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগের জন্য কতজনের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে? জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, 'সেই তথ্য আমাদের কাছে এখন নেই। সেই তথ্য বার করতে গেলে সিবিআইকে আদালতের অনুমতি নিয়ে এফআইআর দায়ের করতে হবে।' এরপরই সিবিআইকে এফআইআর দায়েরের অনুমতি দিয়ে কারচুপির সংখ্যা খুঁজে বার করতে বলেন বিচারপতি বসু। আগামী ৪ জুলাই ফের এই মামলার শুনানি।

কসবা-কাণ্ডের প্রতিবাদে শর্তসাপেক্ষে বিজেপিকে মিছিলের অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্তসাপেক্ষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর র‍্যালিতে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।* তবে আদালতের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় মিছিলের সময় ও স্থান পরিবর্তন করার। একইসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এও নির্দেশ দেন, বেলা একটা থেকে পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে হবে মিছিল।

আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এই প্রশ্নও করেন, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে, তা হলে কেন থানা পর্যন্ত মিছিল করতে চাইছে বিজেপি। এরপরই নতুন জায়গা ঠিক করতে নির্দেশ দেন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, খুব ঘিঞ্জি জায়গা। শেষ দু'দিন কলকাতায় সমস্যা হয়েছিল। এরপরই রাসবিহারী থেকে কসবা ল' কলেজ পর্যন্ত বুধবার মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপি যুব মোর্চা। রাসবিহারীতে দুপুর ১টায় জমায়েত। ৩টেয় মিছিল শুরু। মিছিল শেষে কসবা ল' কলেজের সামনে সভার পরিকল্পনা।

উল্লেখ্য, গত বুধবার কসবার একটি আইন কলেজে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছে বিরোধী প্রায় সব রাজনৈতিক দল। তেমনই এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে চায় বঙ্গ বিজেপিও। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কালীঘাট থেকে কসবা পুলিশ থানা পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু অনুমতি মেলেনি পুলিশের তরফ থেকে। এরপর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা।

শো-কজের জবাব মদনের

■ কসবা-কাণ্ডে বিতর্কিত মন্তব্যের ঘটনায় 'দলের ভাবমূর্তি নষ্টের জন্য দুঃখিত', ক্ষমা চাইলেন মদন মিত্র। পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, চিঠিতে কামারহাটির বিধায়ক লিখেছেন, 'দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আজীবন অনুগত থাকব। দলের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবেই সারা জীবন কাজ করে যাব। আমার কোনও মন্তব্যে দল অস্বস্তিতে পড়ে থাকলে তার জন্য আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। তবে সম্পূর্ণ ভিডিয়োটি বা আন এডিটেড আমার বক্তব্যটি দল যেন একবার দেখে নেয়।' প্রসঙ্গত, কসবা-কাণ্ডে যখন তোলপাড়া গোটা রাজ্য, তখন দলেই অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মদন।

বিধানচন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'জাতীয় চিকিৎসক দিবসের শুভেচ্ছা। সকল চিকিৎসক ও চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত ভাইবোনদের জানাই অভিনন্দন।' পাশাপাশি ফেসবুক বার্তায় তিনি জানান, 'ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এদিন এক বিবৃতিতে বলেন, 'মহান চিকিৎসক ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। জাতীয় চিকিৎসক দিবসে সকল চিকিৎসকদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।' পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সংক্ষিপ্ত বার্তায় লেখেন, 'জাতীয় চিকিৎসক দিবসে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ও প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম।'

উদ্ধার সপ্তমের ছাত্রীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্টলেকের বিসি ব্লকে সরকারি আবাসনের নীচ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার লরেটো স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী।* এরপর বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। উত্তর বিধাননগর থানা সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রীর নাম অদ্রিজা সেন। একইসঙ্গে পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আদ্রিজার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, আত্মহত্যা করতে পারে না অদ্রিজা। তদন্তে নেমেছে উত্তর বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য আরজিকর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

'সিপি অফিসের দেওয়ালে লিখে রাখুন, ২০২৬ সালে মমতা ক্ষমতায় থাকবেন না'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং দাবি করেন, 'সিপি অফিসের দেওয়ালে লিখে রাখুন। ২০২৬ সালে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় থাকবেন না।' তিনি আরও বলেন, ' ব্যারাকপুর লাটবাগান পুলিশ লাইনে দুটো বুথ আছে। সেই দুটো বুথে তৃণমূল জেতে না। এখানকার লাঠিধারী পুলিশ ভাইরা বিজেপির সঙ্গেই আছেন।'

কসবা-কাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে 'পুলিশ কমিশনার অফিস' ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এদিন বিকেলে ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছে জমায়েত হয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীরা মিছিল শুরু করে করেন। সেই মিছিল চিড়িয়া মোড় অতিক্রম করে বিটি রোডে যেতেই পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকে দেয়। সেখানে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি বেধে যায়। বিজেপি কর্মীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশ কমিশনার অফিসের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়। পুলিশ কমিশনার অফিসের অদূরে পুলিশ ফের ব্যারিকেড করে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয়। সেখানেই রাস্তায় বসে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

প্রসঙ্গত, বিহারে বেশ কয়েকটি পুরসভার নির্বাচন হয়েছে ই-ভোটিং সিস্টেমে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, 'বিহারে সাতটি পুরসভায় বায়োমেট্রিক সিস্টেমে ভোট হয়েছে। বাড়িতে বসেই ভোটারেরা ভোট দিয়েছেন। সুতরাং এবার জেহাদিরা মমতা ব্যানার্জিকে জেতাতে পারবে না। দেড় কোটি জেহাদিকে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে পাঠানো হবে।' পুলিশ কমিশনার অফিস ঘেরাও অভিযান নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, 'সিপি অফিস ঘেরাও করে রাখা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। এমনকি তাঁরা সিপির কাছে ডেপুটেশনও দিতে আসেননি। তাঁরা কিছু বলতে এসেছিলেন। সেটা তাঁরা বলেছেন।' পুলিশের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, জলকামানের ভয় দেখিয়ে তাঁদেরকে আটকোনো যাবে না। এটা ব্যারাকপুর। মঙ্গল পাণ্ডের মাটি। সিপাহী বিদ্রোহের ভূমি। ভয় দেখিয়ে কোনও ভাবেই তাঁদের আটকানো যাবে না। তাঁর দাবি, কসবার ঘটনা ধামাচাপা দিতে মমতা ব্যানার্জি বিধায়ক 'দেবা'কে ময়দানে নামিয়েছেন। নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারকে কেনার জন্য দেবাকে ময়দানে নামানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় আর এক অভিযুক্ত জায়েব আহমেদকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আসলে পুরো বাংলায় মমতা ব্যানার্জি সনাতনীদের জব্দ করার চেষ্টা করছেন। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, তৃণমূলকে রাজ্য থেকে সরাতে পারলেই সাফল্য আসবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, পুলিশ লাঠি চালালে, সেই লাঠি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের আছে। তাঁর কথায়, কসবা-কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র নাকি কমরেড সূর্যকান্ত মিশ্রের ভাইপো। এই বিষয়ে তিনি সঠিক জানেন না। তবে এটা বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিন সিপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, কৌস্তভ বাগচী, সঞ্জয় সিং, সুদীপ্ত দাস, সন্তোষ রায়, মিলন কৃষ্ণ আশ, অমিত চৌবে প্রমুখ।

কসবার নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ না-করার বার্তা সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার ল' কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এরই মধ্যে কলকাতা পুলিশ নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করার বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করল। যারা নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করছে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে।

নগরপাল মনোজ ভার্মা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় জানান, 'যে ঘটনা ঘটেছে সেটি খুবই সেন্সিটিভ। তদন্ত চলছে। আমাদের কাছে ইতিমধ্যে একাধিক তথ্য এসেছে, প্রমাণ জোগাড় করেছি। যা যা অ্যাকশন নেওয়ার দরকার তা নেওয়া হচ্ছে। দোষ প্রমাণিত হলে কড়া শাস্তি দেওয়া হবে।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, সমস্ত তথ্য যাচাই করে তদন্ত চলছে। এখনই সব সংবাদমাধ্যমে বলা যাবে না। তবে সিপি আশ্বাস দিয়েছেন, দোষীরা কড়া শাস্তি পাবে। তিনি আরও একটি বিষয়ে সতর্ক হতে বলেছেন সাধারণ মানুষকে। সিপি জানান, সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কেউ কসবা ল' কলেজের নির্যাতিতার নাম-পরিচয় প্রকাশের চেষ্টা করছেন। এটা ঠিক নয়। তাঁর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের গাইডলাইন রয়েছে যাতে নির্যাতিতার পরিচয় কোনও ভাবে প্রকাশ না-করা হয়। সেটা মেনে চলতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই ধরনের কাজে জড়িত যে কারও বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনসাধারণকে দৃঢ় ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যে তারা যেন এমন কোনও তথ্য শেয়ার না-করে যা ভুক্তভোগীর পরিচয় শনাক্ত করা যেতে পারে।

কসবা ল' কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগের ৬ দিন হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে তিন জন এবং পরে একজন নিরাপত্তাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু আদতে এদের কারও শাস্তি হবে কিনা, সে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের একাংশ। যদিও কলকাতা পুলিশ কমিশনার আশ্বস্ত করেন, দোষ প্রমাণ হলে অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তি হবে।

কলকাতার ময়দানে ইসকনের রথ। ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

'স্বাস্থ্যইঙ্গিত' রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিপ্লব, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

১০ হাজারের বেশি কেন্দ্রে চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: টেলিমেডিসিন ভিত্তিক 'স্বাস্থ্যইঙ্গিত' প্রকল্প রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই পরিষেবা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১০,০০০-এরও বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চালু রয়েছে। গত একবছরে টেলিমেডিসিন পরামর্শের হার প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। প্রত্যন্ত জায়গার মানুষও এখন তাঁদের নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাচ্ছেন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাসপাতালের লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই সাফল্যকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''স্বাস্থ্যইঙ্গিত' আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি গর্বের বিষয়। এই উদ্যোগ রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে বিশেষায়িত চিকিৎসা পৌঁছে দিয়েছে। এটি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জন্যও একটি মডেল হতে পারে।'কোভিড অতিমারির সময় শুরু হওয়া এই প্রকল্পে মঙ্গলবার যুক্ত হয়েছে নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, অনকোলজি ও শিশু চিকিৎসার মতো পরিষেবা। উত্তর দিনাজপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি বা মালদহের মতো জেলাতেও এই পরিষেবার সুফল মিলছে। প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে উচ্চগতির ইন্টারনেট, ভিডিও কলিং ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী। গ্রামবাংলার বহু নারী, যারা আগে শহরে চিকিৎসা করাতে দ্বিধাবোধ করতেন, এখন তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে পরামর্শ নিতে পারছেন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রেই।

কালীগঞ্জের নবনির্বাচিত বিধায়ক আলিফা আহমেদের আজ শপথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে বিজয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আলিফা আহমেদ, আজ, বিধানসভা ভবনে শপথ নেবেন। প্রথামাফিক তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের অকাল প্রয়াণের পর উপনির্বাচনে লড়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন তাঁর কন্যা অলিফা। নিকটতম বিজেপি প্রার্থী আশিস ঘোষকে তিনি ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে হারান। ভোটের ফল প্রকাশের পর বিধানসভা সচিবালয়ের তরফে শপথগ্রহণের অনুমতি চেয়ে রাজ্যপালের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস তাতে সম্মতি দিয়েছেন।

এর আগে রাজ্যের উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের শপথগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে দীর্ঘ টানাপোড়েন। বরানগরের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবানগোলার রেয়াত হোসেনের শপথ নিতে একমাসেরও বেশি সময় লেগেছিল রাজভবন ও বিধানসভার মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে। সে তুলনায় আলিফার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায়নি। রাজ্য রাজনীতিতে এই সহজ-সরল শপথপ্রক্রিয়া এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে।

তালিকা সংশোধনে 'অবাঞ্ছিত জটিলতা', দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে তৃণমূল প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক নির্দেশিকাকে ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করল রাজ্যের শাসকদল। মঙ্গলবার দিল্লিতে কমিশনের দপ্তরে গিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল সরাসরি আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রকাশ চিক বরাইক।

প্রতিনিধি দল কমিশনের নজরে এনেছে, ১৯৮৭ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হলে বাড়তি কিছু নথিপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এই নিয়ম সাধারণ মানুষের জন্য অবাঞ্ছিত জটিলতা তৈরি করবে বলে দাবি দলের। কমিশনের কাছে তাঁদের আবেদন, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক এবং ভোটার নাম নথিভুক্তির প্রক্রিয়াকে আরও সরল ও নাগরিকবান্ধব করে তোলা হোক।

তাঁদের বক্তব্য, গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড হল বিশ্বাসযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন। অথচ এমন নির্দেশের ফলে বহু মানুষ ভোটার হতে না-পারার আশঙ্কায় পড়বেন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন প্রতিনিধি দল। এখন দেখার, কমিশনের তরফে এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয়।

কসবা নিয়ে মন্তব্য করিনি, ভুল ব্যাখ্যা হচ্ছে: মানস

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার ল'কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগের আবহে তৃণমূলের একের পর এক নেতার মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এবার ফের বিতর্ক তৈরি হল রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার এক মন্তব্যকে ঘিরে। মঙ্গলবার কলকাতা মেডিক্যালে এক অনুষ্ঠানে মানস বলেছেন, 'ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলেই গেল গেল রব ওঠে।' তবে তিনি নির্দিষ্ট করে কোন ঘটনাকে 'ছোট্ট ঘটনা' বললেন, তা উল্লেখ করেননি। সম্প্রতি কসবার ঘটনায় যেভাবে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে, তাতে মানসের এই মন্তব্য অর্থবহ বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে এক অনুষ্ঠানে সেচমন্ত্রী বলেন, 'পহেলগাঁও হামলার অভিযুক্তরা ধরা পড়েনি। আর বাংলার দিকে তাকান, ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলেই গেল গেল রব ওঠে। স্বামী-স্ত্রীকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে দিচ্ছে। স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাতৃস্নেহে প্রতিটি ঘটনা সামলান। কে কী সমালোচনা করছেন দেখবেন না।'

এরপরই এদিন দুপুরেই সেচমন্ত্রী এও জানান, 'কসবা প্রসঙ্গে ছোট ঘটনা কখনও বলিনি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ঘটনার কথা বলেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত ভালো কাজ করেছেন, সেটা বলেছি। কসবার ঘটনার নিন্দা করিনি। খারাপ কাজকে আমি কখনও সমর্থন করি না। আমার কথা বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অযথা জুড়ে দেওয়া হয়েছে।' এরই রেশ ধরে সেচমন্ত্রী এও বলেন, 'সামান্য ঘটনা হয়েছে, তা নিয়ে হুড়োহুড়ি হচ্ছে। একটা জিনিস বিচার করবেন, মুখ্যমন্ত্রী কোনও ঘটনা এড়িয়ে গিয়েছেন কি না। আরজি করের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সিবিআই তার বাইরে এক ইঞ্চি এগোতে পারেনি।' পাশাপাশি তাঁর বক্তব্যকে ভুল ভাবে উপস্থাপিত করা হলে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। জানিয়েছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'মানস ভুঁইয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনিও গণধর্ষণকে ছোট ঘটনা বলে উড়িয়ে দিলেন। তৃণমূল ধর্ষকদের আশ্রয় দেয়, এটাই তাদের মানসিকতা।' রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। মুখ্যমন্ত্রীও ধর্ষণের ঘটনায় বারবার ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করেছেন। তিনি ধর্ষণের রেট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছিলেন।'

মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূল মনে করে মহিলাদের সম্মান লুট হলেও সেটা ছোট ব্যাপার। কিন্তু বাংলার মা-বোনেরা এর যোগ্য জবাব দেবেন।'

সম্পাদকীয়

বিলম্বিত বোধোদয় টলিউডের, অবশেষে একসঙ্গে চলার বার্তায় আখেরে লাভ সকলের

একেই বলে বিলম্বিত বোধোদয়। দেরিতে হলেও মোদ্দা কথাটা অবশেষে বুঝতে পেরেছেন টলিপাড়ার মাথারা। তাই এবার এক মঞ্চ থেকে একসঙ্গে চলার ঘোষণা। কোনও অবস্থাতেই যেন বন্ধ না হয় শুটিং, ছবি ও ধারাবাহিকের কাজ, চ্যানেল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রযোজক হয়ে কলাকুশলীরা এক হয় শপথ নিলেন। এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ, কথায় কথায় কাজ বন্ধ হলে আখেরে পুরোটাই তো ক্ষতি। আর তার ফল ভুগতে হয় প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, শিল্পী থেকে সাধারণ কলাকুশলী সব্বাইকে। তাছাড়া এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে আরও কয়েক লক্ষ মানুষ। তাদের রুটি-রুজিও চলে এখান থেকে। তাই কোনও পক্ষই মন থেকে চায় না, ছোট বা বড় কোনও কাজ বন্ধ হোক। কিন্তু এটাই প্রতিনিয়ত ঘটছে। কারণে, অকারণে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে শুটিং। বাছাই করা প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পীদের শুটিংয়ে নাকি কলাকুশলী পাওয়া যায় না এমনই অভিযোগ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযোগের তির কলাকুশলীদের কেন্দ্রীয় সংগঠন ফেডারেশনের দিকে। ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। শাসক দলের দাপুটে নেতা ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই। বিভিন্ন মহলের অভিযোগ, তাঁর ইশারাতেই নাকি চলে আজকের টলিউড। তাকে চটালেই শেষ। সেই ছবি বা ধারাবাহিকের কাজ চালানো কঠিন। এটাই নাকি টলিউডের অলিখিত রীতি। টলিউডের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার। পরিচালকদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছে হাইকোর্টে। সঙ্গে নিত্তনৈমিত্তিক নানা পেশাগত ঠোকাঠুকি তো লেগেই আছে। এর ফল ভুগছে গোটা ইন্ড্রাস্ট্রি। টলিপাড়ার এসব ঘটনায় বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। কয়েকবার তো খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। কয়েকদিন আগে ঝগড়া মেটাতে আসরে নামতে হয়েছিল দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেনকে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বেশ চাপে ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি। তাই একটা ফেস সেভিং ফরমুলা খুঁজছিলেন সব পক্ষই। অবশেষে সমস্যা যা আছে তা আপাতত সরিয়ে রেখে একসঙ্গে বসে সব পক্ষ। আর তাতেই মিলল সমাধানসূত্র।

প্রিয়-সুব্রত, তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র রাজনীতি ভুলে গেল

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

পশ্চিমবঙ্গের সবটা রসাতলে। যদি শেষ কোনো আশা শেষ পর্যন্ত আমরা টিম টিম করে বাঁচিয়ে রাখি, তা নিশ্চিত ছাত্র রাজনীতি। তা পশ্চিমবঙ্গ বলে নয়। তা বিশ্বের চির সত্য। বাঙালীর রাজনীতির পথ কোথা থেকে কোথায় এসেছে বলুন তো? থমকে যেতেই হবে। শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ধরে। পথ , স্টাইল, পটভূমি বদলাবে এটাইতো স্বাভাবিক। যে বা যারা স্বাভাবিক পরিবর্তন , প্রথা ভাঙার জোয়ার মানতে পারেনা তার পিছনের দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। আমাদেরও পিছনের দিকে তাকাতে হবে। কারণ যদিও ভিন্ন। ছাত্র রাজনীতিতে সামনের পথে যতক্ষণ তৃণমূল ততক্ষণ আরো অন্ধকার আরো নৈরাজ্য। যেখানে ছিলাম, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বদলাতে বদলাতে আজ ছাত্র রাজনীতির পটভূমি এসে দাঁড়াল তোলাবাজি, হুমকি, কলার তুলে দেখে নেব, কার বাপের সাধ্য হে আমায় ছোঁবে। এমনকি নারী নির্যাতন ধর্ষণ। অতএব আমাদের বাঙালীর ছাত্র রাজনীতির পথ যদি দেখতে হয় নিশ্চিত এই মুহূর্তে ভড়ং ছেড়ে পিছনের দিকেই তাকাতে হবে। অন্তত বাঙালী পরিচয়ে নিজেকে ভাবতে লজ্জিত হব না। কসবা ল কলেজে ছাত্রীকে কলেজের মধ্যেই যেভাবে সবার দাদা মনোজিৎ ওরফে ম্যাঙ্গো অত্যন্ত বেতোয়াক্কা ভঙ্গিতে ধর্ষণ এবং তা ভিডিও করল, সাথে রাখল আরো দুই কলেজ ছাত্রকে, জইব ও প্রমিত। জঘন্য অপরাধ হল তাই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে টগবগ করে প্রকাশ্যে। একজন ছাত্র রাজনীতির পাস পেতেই কী ভয়ানক উশৃঙ্খল অপরাধপ্রবণ ঔদ্ধত্যেভরা বেপরোয়া হতে পারে তার মডেল মনোজিত ওরফে ম্যাঙ্গো । ম্যাঙ্গো যদি ধর্ষণ না করত, দুই ধর্ষক অ্যাসিস্ট্যান্টকে না রাখত, এবং অতি অবশ্যই নির্যাতিতা কেঁদে দিন না কাটিয়ে যথাযথ ভাবে তার দিক থেকে প্রবল প্রচেষ্টায় অভিযোগ রেখেছে-- তাই ম্যাঙ্গোর মাধ্যম দিয়ে ছাত্র রাজনীতির নগ্ন নির্লজ্জ চেহারা প্রমাণিত হল। এর আগেও বহুবার বহু স্থলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব , তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে ভর্তির কালে নবাগতদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ, র‍্যাগিং , শিক্ষক নিগ্রহ, গুন্ডামি, নেতার দয়ায় চুনো ছাত্র নেতা এলাকায় পলিটিকাল দমদার সাজা, সমাজ সেবক ছদ্মনামে টাকা তোলা আরো এবং অসংখ্য এমন আরো এমন অভিযোগ আসে। কসবা ল কলেজের ধর্ষণ হল তাই ম্যাঙ্গোর দাপট দাদাগিরি মৌরসিপাট্টার ছবি সামনে। এবং এমন ম্যাঙ্গোর খোঁজ সব কলেজেই পাব। কারণ ২০১৭ র পর থেকে কোনো কলেজেই ছাত্র নির্বাচন হয়নি ! তাই সব ম্যাঙ্গোই সমাজবিরোধী কাজে এখন অনেক পেকে গেছে। বাকিরা জঘন্য অপরাধীর মত নারী নির্যাতন করেনি তাই তারা এখনও সমাজসেবক, দাদা, কলেজ ইউনিয়ন নেতা। ছাত্র রাজনীতির প্রধান কাজ কী? যা ভুল তার প্রতিবাদ করা। অনেক সময়ই সেই প্রতিবাদটাও তারা ভুল ভাবে করে কিন্তু কেবলমাত্রই ধান্দাবাজি টাকা তোলার স্বার্থে করে না। ছাত্র রাজনীতির প্রধান কাজ হ্যাঁ - টাকে না করা। না টাকে হ্যাঁ। সেখানে গায়ের জোর থাকবে, মাথা গরম হলে একটু গালিগালাজ খুব স্বাভাবিক, সেই রাজনীতির মধ্যেই তো বিপ্লবের অনিমেষ খুঁজে পায় মাধবীতলা। আমাদের ছাত্র জীবনে যখন সমরেশ মজুমদারের কালবেলা পড়েছি, তখন ঠিক ভুল নীতি বুঝি বা নাই বুঝি কিন্তু ছাত্র রাজনীতির সঙ্গী , তার ডেডিকেশন ঠিক কতোটা প্রবল হতে পারে তার প্রতীক হয়ে গেছে অনিমেষ- মাধবীলতা। উপন্যাস পড়েছিলাম কারণ পটভূমিতে ছিল নিজের কলেজ স্কটিশ চার্চ। এটুকু বার্তা সব রাজনীতির উর্দ্ধে কালবেলা দিয়েছিল- ছাত্র রাজনীতির প্রধান কাজ ধান্দাবাজি ছেড়ে রাজনৈতিক গভীরতা, উদ্যোগ, ভাবনার সৃজন গড়া। সেদিন যে ছেলেটা বোমা মারত সেও তোলাবাজি করত না। সে হয়ত ফ্রান্স রিভলিউশান মন দিয়ে পড়েছে। যে পিস্তল ধরেছিল সেও কিন্তু ভগত সিং , মার্ক্সিজম, লিবারটারিয়ান মার্ক্সিজম, ইউরোকমিউনিজম, নন মার্ক্সিস্ট কমিউনিজম পড়েছে। দ্বিমত পোষণ করেছে। দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে - ওই দল আমার মতাদর্শ শত্রু। কিন্তু এখন? ম্যাঙ্গো বা ম্যাঙ্গোসম যেকোনো ছাত্র নেতা মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি ব্যতিরেখে একটা বাক্য বলতে পারে না। এরাতো রাজনীতি করতেই আসেনি। এরা রাজনীতির ছায়ায় থেকে, ক্ষমতার বৃত্তে থেকে নিজের আখের গোছাতে এসেছে। তৃণমূলতো আর এমনি এমনিই তাদের বাবুসোনা আদর করবে না। ফলে নেতার ম্যান ফ্রাইডে সব ম্যাঙ্গোই। সাধারণত ধরা পড়ে ম্যাঙ্গোরাই, ফাঁসে ম্যাঙ্গোরাই কারণ যতোই হুব্বা হোক , বড়নেতা যতোই বাছা আমার বলে জামিন, পদ, চাকরির ব্যবস্থা করুক। যেই কুকীর্তি ফাঁস, বড় নেতা তখন আর মনেই করতে পারে না এইসব ছাত্র নেতাদের (গুন্ডা পড়ুন)। আমরা এটাই বুঝতাম; ছাত্র রাজনীতিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে, মূলস্রোত রাজনৈতিক সংগঠন (মাদারবডি) স্বচ্ছন্দ ভাবে যেটা করবে বলে ধরে নিই- তা হল অভিযোগের প্রতিবাদ। অভিযোগ যে মিথ্যাচার তা বলা। প্রমাণ দেখান। যুক্তির ধার সাজানো। তৃণমূল কংগ্রেস এক অভিনব রাজনৈতিক দল যারা তাদেরই ছাত্র ইউনিয়নের এক ম্যান ফ্রাউডেকে মনেই করতে পারে না প্রথম দুদিন। তারপর যেই ধরা পরছে পরছে অবস্থা, তখনই দল বলে ওঠে ও আগে দল করত। এখন আর করেই না। এমন স্টাইলের কথা তৃণমূলের পক্ষ থেকে আগেও শুনেছি। কেন করে! এই প্রশ্ন যদি চর্চা করি, তাহলে প্রধান কারণ তৃণমূল কংগ্রেস চাইই না তাদের দলের যোগ্য ছেলেমেয়েরা যথাযথ রাজনীতির পাঠ করে ভবিষ্যত নেতৃত্বে আসুক। মমতা ব্যানার্জির ছাত্র রাজনীতি আর ম্যাঙ্গোর ছাত্র রাজনীতির মান ভঙ্গি জোর কি এক? তাহলে মমতা ব্যানার্জি কেন বলেন না আমার মত শিখতে শিখতে ঠেকতে ঠেকতে অভিজ্ঞতা নিতে নিতে তোরা ছাত্র রাজনীতি কর। কখনওতো বলতে শুনিনি- ছাত্র রাজনীতির রোল মডেল কর সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। রোল মডেল কর প্রিয় রঞ্জন দাসমুন্সীকে। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বুক চিতিয়ে বলতে পারবে ওরা কালকে আগামীতে একজন সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মত রাজনীতিক , ছাত্র নেতা তৈরি করবে। আজকে ছেলেগুলো ভয়ানক নৈরাজ্য তৈরি করল । কসবা ২০০৮ পর্যন্ত বালিগঞ্জ বিধানসভার মধ্যেই ছিল। সেই বালিগঞ্জ থেকেই এই ছেলেগুলোর বয়সেই একদিন নির্বাচিত হয়েছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তৃণমূলের ছাত্র ইউনিয়নে গিয়ে যদি এখুনি জিজ্ঞেস করি, রাজীব গান্ধী মানহানি বিলের বিরুদ্ধে কোন বাঙালি, তোমাদেরই দলের কোন নেতা মুখ খুলেছিলেন? আমি নিশ্চিত, ওরা হতাশা ঢাকতে খেলা হবে ডিসকো ঝিঙ্কা চিকা বাজাবে। এমনকি তৃণমূলের ছাত্র রাজনীতির মান এতোটাই জঘন্য যে, তারা আগ্রহ ভরে শুনতেও চাইবে না সেই ইতিহাস। ১৯৮৮, আগস্টের এক রবিবার কেন্দ্রীয় সরকারের ওই বিলের বিরুদ্ধে সেদিন অরুন শৌরি কুলদীপ নায়ারদের সাথে ছাত্র রাজনীতির থেকে তৈরি হওয়া সুব্রত মুখোপাধ্যায় এমন বক্তব্য রেখেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ইতিহাসে লেখা থাকবে। এখন ছাত্র রাজনীতিতে বলে টাকা চাই। ১৯৬৭ র ভোটে হারা কংগ্রেস কিন্তু জিতছে ছাত্র পরিষদের প্রিয়- সুব্রত জুটি। হেরে যাওয়া দলের জন্য ছাত্র রাজনীতি, আবেগ আবেদন, পড়াশোনা ইতিহাস জেনে আন্দোলন সংগঠিত করার এক স্বতন্ত্র মডেল তাঁরা। বাসে ট্রামে ছাত্র কনশেসন তাঁরাই আনলেন। অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার দাবি তাঁদেরই। বিশেষ ভাবে উল্লেখ রাখে প্রিয়- সুব্রত জুটি কারণ তখন বামপন্থী দাপটে সুভাষ চক্রবর্তী বিমান বসু শ্যামল চক্রবর্তী অসীম চ্যাটার্জি শৈবাল মিত্ররা মধ্যগগনে। অতুল্য ঘোষের মত কংগ্রেস নেতারা তখন মনমরা। সেই পরিস্থিতিতেও প্রিয়-সুব্রত জুটি চালিয়ে ব্যাট করেছে ছাত্র পরিষদের পক্ষে। এই ইতিহাস এই জন্যই বলা, ছাত্র রাজনীতির কী ভয়ানক অবনমন হলে একজন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রের সাথে কথা বলার আগে ভাবতে হয়- হুব্বাগিরি দেখাবে না তো! তাদের দলের সুব্রত মুখোপাধ্যায়, কখনওই বলব না বিতর্ক নেই। অগনিত বিতর্ক। তেমনই অগনিত বিচক্ষণতা। ছাত্র রাজনীতির পাঠ ভদ্রতা কৌশল এবং অতি অবশ্যই ইতিহাস রাষ্ট্রবোধের সন্ধান যে ছাত্র সমাজ করে না সে ছাত্র সমাজ সমাজবিরোধিতার কাজ খুব সাবলীল ভাবে করতে পারে। তারা তখন গুন্ডামিটা পারে কিন্তু বিতর্ক যুক্তির থেকে পালায়। তারা তোলাবাজি বোঝে কিন্তু সামাজিক রাজনৈতিক দায়িত্ব জানে না। ক্ষমতার ফল খেতে খেতে নূনতম আদর্শ জানাই হয়না। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছেলেরা দম থাকলে করুক প্রশ্ন, তাদের দলকেই জিজ্ঞেস করুক- কেন আমরা ডান হাত , বিশ্বস্ত, নেতা ঘনিষ্ঠ হয়েই থাকি। তারপর নতুন নেতা আসে আবার নতুন ডানহাতের খোঁজ চলে। কেন আমাদের মধ্যে থেকেই নেতা তৈরির প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণ হয় না। কেন ম্যাঙ্গোরাই কালকের কেষ্ট মন্ডল হয়। কেন সেদিনের মত আর একটা প্রিয়- সুব্রত জুটি তৈরি হয়না?ছাত্রদের যে নাম শুনলেই মন চনমন করত। কেমন করে বিরোধিতা করতে হয় আবার সৌজন্যও রাখতে হয় তা দেখেছিল বাঙালি প্রিয়- সুব্রত জুটিতে। অন্য কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো রাজ্যের জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক দল ছাত্র নেতাদের নামটাই নিলাম না এই নিবন্ধে। কংগ্রেসী ঘরানার ব্যক্তি কেন্দ্রীক দল তৃণমূল কংগ্রেস, তাই তাদেরই আদর্শ ধারী দুই ছাত্র যুব নেতা এবং তাদের রাজনৈতিক মান গ্রহণযোগ্যতার উদাহরণটাই রাখলাম কেবল। কেন তাদের ঘরানার তাদের মাটির দুই পূর্ব সুরীকে রোল মডেল করেনি তৃণমূল? তৃণমূল তাদের ছাত্র ইউনিটকে এটুকুও শেখাচ্ছে না - রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মানেই শত্রুতা না। তাই ন্যূনতম আচরন ভঙ্গিমাতেও তারা ফেল। ক্যাম্পাস পলিটিক্স পশ্চিমবঙ্গ তার ন্যূনতম গুণগত মান ধরতে পারছে কিনা তাতো ভাবার সময় এসেছে। ছাত্র রাজনীতির মান যেমন লেখাপড়ার মানটাও তেমনই। এ এক অদ্ভুত অদৃশ্য সূতায় বাঁধা পারস্পরিক সম্পর্ক। তৃণমূল ছাত্র কংগ্রেসের দৌলতে যে ন্যাক্কারজনক ক্যাম্পাস ও সোস্যাল পলিটিক্স চলছে তাতে এটাই বলার প্রয়োজন পড়ছে -ছাত্র রাজনীতি না থাকাই বরং ভাল। অন্তত সাময়িক বিরতি চাইব ছাত্র রাজনীতির। লেজুড়বৃত্তি যদি ছাত্র রাজনীতির বর্তমান স্টাইল হয় এবং সেটাই যদি তৃণমূল অলিখিত নিয়ম বলে নিশ্চিত করে তবেতো বলব- ক্যাম্পাস থেকেই অগণতান্ত্রিক পাঠ চলছে।

ভর্তির সময় থেকে একটা ছাত্র দেখতে শুরু করল মানহীন হল্লাবোল রাজনীতি। জেনারেল সেক্রেটারি নিজেকে এমন আত্মবিশ্বাসের মন্তর দিচ্ছে যে কখনও কখনও মমতা ব্যানার্জির সমকক্ষও ভাবছে নিজেকে। ভাই রাগ করে লাভ নেই। যা যা লক্ষগোচর হচ্ছে তাই তাইই বলা। ধরেই নিলাম সব রাজনৈতিক দল ভীষণ মন্দ, পশ্চিমবঙ্গে ভাল নেতাও নেই। তৃণমূল কংগ্রেসেরতো রোল মডেল মমতা ব্যানার্জি আছেন? সবাই নাকি তাঁকে দেখেই চলে। তাঁর আদর্শে চলে। মমতা ব্যানার্জির ছাত্র রাজনীতির যে স্পিরিট যে আনস্টপবল ফায়ারিং মুড , এমনকি নিজের কংগ্রেস দল সংগঠনের বিরুদ্ধেই একজন ছাত্র রাজনীতিক হয়ে তিনি সেদিন সোচ্চার। তোমরাও দেখিনা ম্যাঙ্গোদের বিরুদ্ধে কেমন প্রতিবাদ করতে পার! প্রতিবাদী হতেতো প্রিয়-সুব্রত -মমতা ব্যানার্জিরাই শিখিয়েছিলেন। তাদের ছাত্র রাজনীতিকালে তারা রাজনীতির সমস্যা, মানুষের প্রয়োজন

প্রত্যক্ষবৎ করেছিলেন বলেই তারা অনেক বিতর্কিত কিন্তু রাজনীতির চিরস্থায়ী নামও। আজকে ছাত্র রাজনীতির এই অধঃপতিত মানের কিছুতো দায় মমতা ব্যানার্জিকেও নিতে হবে। বাকি সব দায় প্রত্যেকটি ম্যাঙ্গোর মাথায় হাত রাখা নেতাদেরই। মুরুব্বিয়ানা ফলাবো কিন্তু উত্তর চাইলেই পালাব! এটা কেমন ছিরির দাদাগিরির জোর!

নিশ্চিত, প্রিয়-সুব্রত মানের ছাত্র রাজনীতি কিছুতেই আনতে পারবে না, আনতেই চায় না তৃণমূল কংগ্রেস।

শব্দবাণ-৩১৮

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বহর ২. জবাব দেওয়া ৫. পাঁচন-বাড়ি ৮. বন্ধুসমবায় ৯. শুষ্ক নারকেল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অগ্নি ৩. অশ্বারোহী সৈনিক ৪. বিদ্যুৎ, বিজলি ৬. যোগ ৭. মুখভাব,আকৃতি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৭

পাশাপাশি: ১. কুলিশপাত ৪. টই ৫. চেতনা ৭. খালাস ৯. বিয়ে ১১. কটাক্ষহোর।

উপর-নীচ: ১. কুচকুচে ২. শক্ত ৩. তটরেখা ৬. নালায়েক ৮. সরকার ১০. রুক্ষ।

জন্মদিন

আজকের দিন

রাধিকা

১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা এন মুখরুবুথমের জন্মদিন।
১৯৭০ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাজেশ পিএন রাওয়ের জন্মদিন।
১৯৭৬ বিশিষ্ট কোরিওগ্রাফার রাধিকার জন্মদিন।

দায়িত্বশীল চিকিৎসকদের অদেখা মানবিক কর্মকাণ্ড

শুভজিৎ বসাক

১৯৯১ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের অবদানকে সম্মান জানাতে ১লা জুলাই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন শুরু করা হয়। লাতিন ভাষায় 'মেডিকাস' শব্দ থেকে (আরোগ্য লাভে যিনি যত্ন নেন) চিকিৎসক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকেরাই একমাত্র ভরসা- এটাই আমরা জানি, কিন্তু যেটা অজানা সেটা হল আধুনিক বিশ্বে ক্রমপরিবর্তিত নানা জীবাণুর সম্পর্কে প্রাথমিক ও পর্যায়ক্রমিক ধারণাটি তাঁরাই একমাত্র দিতে সক্ষম। প্রসঙ্গত, আমরা বহুবার পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালের ভিতরে ও তার চত্বরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখেছি কারণ এই পরিবেশই মূলতঃ রোগ বিস্তারের মাধ্যম যা বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

হাসপাতালে বিভিন্ন ধরণের রোগাক্রান্ত মানুষেরা সুস্থতার আশায় ভিড় করে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রোটোকল বা স্বয়ংক্রিয় জীবাণুমুক্তকরণ প্রযুক্তির মতো বিকল্প ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না করার ফলে বিভিন্ন ক্ষতিকারক সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটিকে মূলতঃ হাসপাতাল-অর্জিত সংক্রমণ, (Healthcare-Associated Infections îy HAI বা HCAI) নামেও পরিচিত। এটি মূলতঃ নোসোকোমিয়ালভাবে সংক্রমিত করে যা হাসপাতালে সাধারণত ভর্তির সময় ইনকিউবেট হতে পারে এবং হাসপাতালে ভর্তির ৪৮ ঘন্টা পরে প্রকাশ পায়। এদের মধ্যে অন্যতম হল Hospital-acquired Pneumonia যা মেথিসিলিন-প্রতিরোধী স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস (MRSA), সিউডোমোনাস অ্যারুগিনোসা এবং অন্যান্য নন-সিউডোমোনাল গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে ফুসফুসের বায়ুথলি (অ্যালভিওলি) প্রভাবিত হয়ে অণুজীব, তরল এবং প্রদাহজনক কোষে পূর্ণ হয়ে সেটি স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারায় এবং সারা বিশ্বে এর প্রভাবে ৫-৬ শতাংশ মানুষ আক্রান্ত হয় এবং প্রতিবছর ৮০ শতাংশ মানুষ প্রাণ হারায়। প্রতিবছর ভারতে গড়ে প্রায় ৩২ লক্ষ মানুষ এই নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এছাড়া হাসপাতাল তো বটেই সাথে খোলা জায়গা, রাস্তাঘাটে, বারংবার ব্যবহৃত এক বাথরুমে মল ও মূত্রত্যাগের মাধ্যমে মূত্রনালীর সংক্রমণ (Urinery Tract Infection বা UTI) ঘটে যা মূলতঃ ই.কোলাই, ক্লেবসিয়েলা নিউমোনিয়া, স্ট্যাফাইলোকক্কাস স্যাপ্রোফাইটিকাস, এন্টারোকোকাস ফ্যাকালিস, গ্রুপ বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস (GBS), প্রোটিয়াস মিরাবিলিস, পি.এরুগিনোসা, এস.অরিয়াস, ক্যান্ডিডা এসপিপি প্রভৃতি অণুজীবের সংক্রমণে সংক্রমিত হয়। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ৯৩১,৯৪৫ জন বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ১৯৬,৩৫৮ জন (২১ শতাংশ) UTI-তে আক্রান্ত ছিলেন। বয়স যত বৃদ্ধি পায় এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ততোধিক বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ মহিলারা সর্বাধিক এই রোগের শিকার হন। এছাড়াও সেপসিসের কারণে বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১২-১৫ শতাংশ করে মানুষ আক্রান্ত হয় যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে মানুষকে সেপটিক শকের মাধ্যমে ক্রমশঃ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

এই নির্দিষ্ট জীবাণুদের সাথে লড়ার জন্য আলাদা সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক নীতি নির্ধারিত আছে যা যথাযথ ভাবে মেনে চলার প্রতি কার্পণ্য করেন না দায়িত্বশীল চিকিৎসকেরা যেখানে নির্দিষ্ট আছে যে প্রতিটি ওপিডি, অপারেশন থিয়েটার, সাধারণ ওয়ার্ড, আইসিইউ, আইটিইউ, এসএনসিউতে ইত্যাদি পরিসরে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আলাদা রোগীদের মধ্যে প্রতিরোধী অণুজীবের দ্রুত শনাক্তকরণ এবং রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সিস্টেমে তৈরি করে প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের প্রবণতা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণে পদক্ষেপ করতে হবে। নতুনত্ব রোগের বৈশিষ্ট্য মিললে তাকে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। রোগীকে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা আবশ্যিক নচেৎ অযাচিত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ রোগীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সাথে তার প্রাদুর্ভাব সমগ্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে সংকটাপন্ন করে তোলে। এই নীতিকে রোগী পরিষেবায় কঠোর ভাবে মান্যতা দেওয়ার কাজটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বহুদিন ধরে করে আসছেন- অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি ঠেকাতে অ্যান্টিবায়োটিক নীতিকে আরও উন্নত ও স্বীকৃত করা হোক সেই বিষয়ে স্বাস্থ্যমহলকে আরও সজাগ হতে হবে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদাসীনতার সাথে দেখা হয়, একে বরদাস্ত করা অনুচিৎ।

অতএব চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করার অর্থ শুধুই বিনা পয়সায় বা কম খরচে শুশ্রূষা পাওয়া নয়, এই অণুজীবগুলিকেও কমিয়ে মানুষকে জীবনপ্রদান করাকে বোঝায় যা দূরীকরণে চিকিৎসকেরা আধুনিক বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করে সর্বত্র দিনরাত পরিশ্রম করে যান, এই সম্পর্কিত বহু তথ্য স্বাস্থ্য প্রশাসকের কাছে এই দায়িত্বশীল চিকিৎসকেরাই তুলে ধরেন এবং সেই মতো নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রকাশিত হয়। তাঁদের দেখানো পথ মেনেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারংবার অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন যা নিয়ে কড়াকড়ি ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হাসপাতালগুলিতে অপরিচ্ছন্নতা যেন সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়েছে অথচ তার থেকেই এইসকল মারণ ব্যাধি প্রভাব বিস্তার করছে সেই দৃশ্য উপেক্ষিত থাকে, চিকিৎসকদের গাফিলতি সবসময়ে ধরা হয়। অথচ চিকিৎসা করার সময়ে বহু চিকিৎসকও এইসকল সংক্রামক বা অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, জীবনহানিও ঘটে। চিকিৎসকদের অদেখা এই কর্মকাণ্ড সর্বত্র সম্মানিত হোক, তাঁদের পরিশ্রম যথাযথ দিশা দেখাক সমাজকে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাস্তা-না পেলে ভোট বয়কটের ডাক, ইস্তফার হুঁশিয়ারি পঞ্চায়েত সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোট বড় বালাই! বিধানসভা ভোটের আগে রাস্তা না পেলে ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীদের। পদ থেকে ইস্তফার হুঁশিয়ারি শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যেরও। ঘটনাটি বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লকের শাড়াপুল নির্মাণ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটাবাগান গ্রামের। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, স্বরূপনগরের বিধায়িকা বীণা মণ্ডল ভোটের আগে গ্রামে এসে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জিতলে রাস্তার সমস্যা মেটাবার। কিন্তু করেননি। তাই এবার গ্রামবাসীরা সজাগ। ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের 'পাতা ফাঁদে' আর পা দেবেন না। রাস্তা সারাই না হলে, ভোট দেবেন না আর কেউই। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসীরা মিলে রাস্তা সংস্কার করার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে মঙ্গলবার বিকালে স্বরূপনগর বিডিও-র

কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন। তাতেও যদি কাজ না হয়, বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। তাই ক্ষোভে গ্রামবাসীরা রাস্তার উপরে ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভে সামিল হন।

ওই গ্রামের প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা স্বাধীনতার পর থেকেই চলাচলের অযোগ্য। বেহাল অবস্থায় রয়েছে কাঁচা রাস্তা, জায়গায় জায়গায় বড় গর্ত। সামান্য বৃষ্টিতেই কাদা আর জল জমে চলাফেরা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এই রাস্তা দিয়ে এলাকার প্রায় ১৫০টি পরিবার প্রতিদিন হাট-বাজার, হাসপাতাল, থানা, স্কুল-কলেজ, বিডিও অফিস-সহ নানা প্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াত করেন। রাস্তার দুই ধারে রয়েছে বিস্তীর্ণ চাষের জমি। কৃষকরা উৎপাদিত ধান-সবজি এই রাস্তা দিয়েই ঘরে তোলেন। আবার এই রাস্তা দিয়েই বিভিন্ন হাটে বেচতে যান। কিন্তু রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে দিনের পর দিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কৃষক থেকে পড়ুয়া, রোগী থেকে সাধারণ মানুষ সবাইকে। তবে রাস্তার এমন পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে চললেও, সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য অনিমেষ মণ্ডল জানিয়েছেন, 'রাস্তা সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, এমনকি বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি।' অবশেষে এলাকার মানুষের ক্ষোভে সরব হয়ে পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, 'এই রাস্তা আমাদের গ্রামের লাইফলাইন। যদি আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হয়, তাহলে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেব।' এখন দেখার, পঞ্চায়েত সদস্যের এই পদক্ষেপের হুঁশিয়ারির পর প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেয় কি না, নাকি আবারও সমস্যার গর্তেই আটকে থাকে কাটাবাগান গ্রামের রাস্তা।

উন্নয়ন থমকে, কাশেমপুরে তৃণমূলে অনীহা মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বেলকাস গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশেমপুর গ্রামে তৃণমূল সমর্থকরা এবার তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। গ্রামের রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল, কোনও কিছুই ব্যবস্থা নেই। যার কারণে এবার গ্রামবাসীরা যারা তৃণমূলের সমর্থক, তারাই এবার একজোট হয়ে তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুললেন। গ্রামবাসীরা জানান, গ্রামে কারওর বিয়ে হয় না, আত্মীয়স্বজন গ্রামে ঢুকলেই রাস্তাঘাট খারাপ দেখে, জলের ব্যবস্থা ঠিকঠাক না দেখে ফিরে চলে যান। এই কারণে সকলের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামে কোনও অনুষ্ঠান কর্মসূচি হলে প্যান্ডেল বাঁধা কর্মীরা প্যান্ডেল বাঁধতে আসেন না। রাস্তা খারাপ দেখে ফিরে চলে যায় তারা। গ্রামবাসীরা আরো জানান, গ্রামের তৃণমূল পার্টি অফিস রয়েছে কিন্তু কোনও দিন তা খোলা হয় না। পার্টি অফিসে এখন ছাগলের বসবাস। গ্রামে জলের পাইপ লাইন বসানো হলেও, তাতে জল আসে না। সামনেই আসছে মহরম, তাজিয়া ঢাল নিয়ে তারা কিভাবে বের হবেন রাস্তাই যদি ঠিক না থাকে। শাসক দলের উপর ক্ষুব্ধ গ্রামের তৃণমূল সমর্থক-সহ গ্রামবাসীদের হুঁশিয়ারি, এই বছর রাস্তা না হলে, জলের ব্যবস্থা না হলে তাঁরা আর কেউ ভোট দেবেন না। ভোট বয়কটের ডাক দেবেন। যদিও এই বিষয়ে গ্রামের তৃণমূলের নেতা শেখ ফটিককে গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও কথা বলতে চাননি। গ্রামের মধ্যে স্কুল রয়েছে, গ্রামে ভেতরে প্রায় ৬০০ পরিবার বসবাস করেন। তারা এইভাবে ২২ বছর ধরে খুব কষ্ট করে বসবাস করছেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপির জেলা নেতৃত্বের অভিযোগ, 'উন্নয়ন দেখ াই যাচ্ছে। যারা উন্নয়নের আশায় ভোট দিয়েছিল। আজ তাঁরাই মুখ ফেরাচ্ছে। মানুষ বুঝে গেছে এই সরকারে সাধারণ মানুষের আর কিছুই হবে না।'

১ জুলাই স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৭০ হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছিলেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। এই মর্মে হাওড়া রিজিয়ন-২ এর প্রশাসনিক কার্যালয়ের উদ্যোগে শ্রীরামপুর শাখায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে ব্যাঙ্কের ১১৫ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে ছিলেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাঙ্কের রিজিওনাল ম্যানেজার অঞ্জনি কুমার-সহ উচ্চপদস্থ কর্তারা।

হুগলির উত্তরপাড়ার কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। ছবি: বনস্পতি দে

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ২১ জুলাইকে সামনে রেখে প্রস্তুতি সভা তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের। মূলত আগামী একুশে জুলাই শহিদ দিবসের কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য অনুষ্ঠিত হল প্রস্তুতি সভা। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপা-র যৌথ উদ্যোগে আগামী ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলা চলো-র প্রস্তুতি হিসেবে এই সভার আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের দেবীকোট ভবনে আয়োজিত এদিনের এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি পলাশ সাঁধুখা, দিনাজপুর জেলা আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুব্রত মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি পলাশ সাধুখাঁ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪ বছরের সুশাসনের মধ্যে দিয়ে উন্নয়নের জোয়ার চলছে রাজ্যজুড়ে। বিরোধীরা কুৎসা ছাড়া কিছু জানেনা, উন্নয়ন নিয়ে কথা

বলেন না। সেই অপপ্রচারের জবাব দিতে শিক্ষকরা মাঠে নেমেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ সমাবেশে হাজারে হাজারে শিক্ষক অন্যান্য বছরে রেকর্ড ভেঙে সবাই ২১ জুলাই এর সভা মঞ্চে যোগ দেবেন।' পাশাপাশি কসবায় সাউথ কলকাতা আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কখনওই আমাদের দল সমর্থন করে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়েছে। আইন আইনের পথে চলবে।' তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সহ রাজ্যের মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

শুরু হল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সোমবার থেকে গোটা রাজ্যর সাথে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে শুরু হল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। পথ দুর্ঘটনা কমাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ আগামী ৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে। জানা গিয়েছে, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শুরু হয়েছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। আগামী সাতদিন ধরে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলবে। এদিন এই কর্মসূচির সূচনা লগ্নে র‍্যালি ও পথনাটিকার আয়োজন করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি বিলল মঙ্গল সাহা, বালুরঘাট সদর ট্রাফিক আইসি অরুণ কুমার তামাং সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার। এই বিষয়ে ডিএসপি (ট্রাফিক) বিলল মঙ্গল সাহা জানান, 'গোটা রাজ্যজুড়েই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। সেই মতো আমাদের এখানেও শুরু হয়েছে। জুলাই মাসের ১-৮ তারিখ পর্যন্ত এই সচেতনামূলক কর্মসূচি চলবে। ট্রাফিক আইন মেনে মানুষ যাতে যানবাহন চালায় সে বিষয়ে সচেতন করা হবে।'

পিএইচইতে চাকরির দাবিতে পঞ্চায়েতে ধরনা দুই পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাট এক নম্বর ব্লকের কুমুড়শা অঞ্চলের কানপুর এলাকার পিএইচইতে কর্মী নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। এই পিএইচইতে জমি দান করা দুটি পরিবার এবার কাজের দাবিতে পঞ্চায়েতে ধরনায় বসলো। শান্তিপূর্ণভাবে ধরনায় বসল পরিবার দুটি। অসহায় দুটি পরিবারের পাট্টা পাওয়া জমিতে পিএইচই করা হলেও তৃণমূল নেতারা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান প্রভাব খাটিয়ে অন্যদের চাকরি দেয় বলে অভিযোগ। এমনকি স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে প্রভাব খাটিয়ে নিজের স্ত্রীকে পিএইচইতে কাজে বহাল করতে চাইছে। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রধানের স্ত্রী অফিসিয়ালভাবে কাজে যোগ দেয়নি বলে সূত্রের খবর। তবে প্রধানের স্ত্রী কাজ পাচ্ছে, এই খবর জানাজানি হতেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। গোঘাট তৃণমূলের একাংশও ক্ষোভ প্রকাশ করে। তবে প্রধানের ভয়ে প্রকাশে কেউ মুখ খোলেনি। বর্তমানে ওই পিএইচইতে লক্ষ্মীকান্ত সাঁতরা, রমজান আলি ও দুই নম্বর পাম্পে প্রধানের স্ত্রী নাকি অস্থায়ীভাবে কাজ করছেন। এর প্রতিবাদে হারাধন ঘোষ স্ব-পরিবারে ধরনা দেওয়ার পাশাপাশি অনশনে বসেন। বুল্টি মণ্ডলও তার স্বামীকে নিয়ে ধরনায় বসেন। প্রসঙ্গত, এই পিএইচই নিয়ে হারাধন ঘোষ গোঘাট বিডিও অফিসে তার জমি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে ধরনা দেওয়ার সময় হারাধন ঘোষ বলেন,'আমরা গরীব মানুষ বলে কেউ কোনও সুরহা করেনি। বিডিও অফিস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাই বাধ্য হয়ে অনশনে বসেছি। আমাদের পিএইচই তে কাজ দিতে হবে।' অপরদিকে এই বিষয়ে স্থানীয় প্রধান রবীন্দ্রনাথ দে বলেন, 'ওরা চাকরি চাইছে না জায়গা চাইছে আগে বলুন। চাকরি ডিপার্টমেন্ট থেকে হয়েছে। আমি বললেই হবে না। আমি দিতে পারবো না। ওদের পাট্টার জায়গা চার শতক ও পাঁচ শতক পড়ে রয়েছে।' গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচী বলেন, 'আমাকে কেউ জানায়নি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।' অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বিমান ঘোষ বলেন, ' তৃণমূল মানেই স্বজনপোষণ আর দুর্নীতি। তা না হলে গরীব মানুষকে চাকরি না দিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে পিএইচইতে চাকরি দেয়। তৃণমূল দুর্নীতি ছাড়া থাকে না।

ঐতিহাসিক স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ প্রশাসনের 'না' থাকায়

বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে চলছে 'অবৈধ' সংস্কার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে চলছে অবৈধ সংস্কার! আবেগে গাঁথা শৈশবের স্মৃতি বাঁচাতে প্রাক্তনীরা হাতে তুলে নিয়েছেন উদ্যোগ, কিন্তু প্রশাসনের চোখে সেটাই এখন বড়সড় বিপদের ইঙ্গিত! প্রশ্ন উঠছে, স্মৃতির ভার টানতে গিয়ে তৈরি হচ্ছে না তো এক ভয়ঙ্কর মরণফাঁদ?

১৮৫৬ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারদা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় বহু প্রজন্মের শিক্ষার আলো ছড়িয়েছে। সম্প্রতি, সরকারের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে নতুন ভবন। কিন্তু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আবেগ আটকে রয়েছে সেই 'শতাব্দী প্রাচীন পুরনো ভবনের' গায়ে। যার প্রতিটি ইট যেন একেকটা জীবন্ত স্মৃতি। সেই স্মৃতি বাঁচাতেই নিজেদের অর্থে, নিজেদের উদ্যোগে ভবনটির সংস্কার শুরু করেছেন স্কুলের একদল প্রাক্তনী। কেউ ডাক্তার, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকরিজীবী, সকলেই জড়ো হয়েছেন সেই পুরনো স্কুলবাড়ির পাশে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই কাজ চলছে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই, আর সেটাই রীতিমতো বিপদের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলছে। জামালপুর ব্লকের বিডিও বলেন, 'ওনারা একবার

এসেছিলেন। আমি বর্ধমান থেকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা পরিদর্শন করে জানিয়েছেন, এই ভবনটি বিপজ্জনক। শুধুমাত্র সংস্কার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, কাঠামোগত দুর্বলতা থেকেই যাবে। ফলে ভবিষ্যতে এটি ধসে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' তিনি আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে কেউ যদি নিজ উদ্যোগে কাজ করান, কোনও সরকারি অনুমতি ছাড়াই, তবে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণ তাঁদের উপরেই বর্তাবে।' এই একই সতর্কবার্তা দিয়েছেন জামালপুর এসআই-এরও। তাঁর কথায়, 'এই কাজের কোনও অফিসিয়াল অনুমতি নেই। আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না। ভবিষ্যতে যদি কিছু ঘটে, আইনি ব্যবস্থা নিতে আমাদের বাধ্য হতে হবে।' তবে সব হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই কাজ চলছে জোরকদমে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে ভিত শক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। দেওয়ালে লাগানো হচ্ছে নতুন সিমেন্ট, বদলানো হচ্ছে কাঠামোর কিছু পুরনো অংশও। অথচ নেই কোনও স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ, নেই কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শ। কেবল আবেগ আর স্মৃতির ভরসাতেই এগোচ্ছে কাজ। এই অবস্থায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও। কেউ বলছেন, 'কারোর উপস্থিতিতে ভবনটি যদি হঠাৎ ভেঙে পড়ে?' কেউ আবার প্রশ্ন তুলছেন, 'সরকার কিছু করছে না, তাতে কী যে কেউ নিজের মতো কাজ শুরু করে দিতে পারে, আর সরকার সব দেখে এগিয়ে আসছে না-ই বা কেন?' প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই করা এই 'সামান্য কাজ' কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। অনুমোদনহীন সংস্কার ভবিষ্যতে বড়সড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আইনত, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনে যেকোনও নির্মাণ বা সংস্কার করতে গেলে শিক্ষা দপ্তর ও পূর্ত দপ্তরের সম্মতি আবশ্যক। তা না থাকলে, দুর্ঘটনার দায় যেমন আইনি, তেমনই নৈতিকও। তাই শেষ প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে, স্মৃতি আঁকড়ে ধরা কি বিপদকে ডেকে আনা নয়? স্কুলের ছায়া রক্ষা করতে গিয়ে যদি মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসে, তবে সেই 'ভালোবাসা' কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আর এতকিছু দেখে-বুঝে-জেনে সরকারই বা এগিয়ে আসছে না কেন? মুনি-ঋষিদের সম্মান জানাতে তো বদ্ধপরিকর সরকার, তবে? সারদা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরোনো ভবন আপাতত দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বিপরীত আবেগের মাঝখানে। একদিকে ভালোবাসা, অন্যদিকে দায়িত্ববোধ। মাঝখানে জেগে আছে আতঙ্ক, আর একটা আশঙ্কা।

সোনার দোকানে ডাকাতি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়খন্ডের পূর্ব সিংভুম জেলার চাকুলিয়া বাজারে সোনার দোকানে ডাকাতি করে বাইকে চেপে ঝাড়গ্রামের দিকে পালিয়ে আসার সময় প্রায় ২ কোটি টাকার সোনার গয়না সহ ২ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়গ্রামের জামবনি থানার পুলিশ। সোমবার রাতে চাকুলিয়া বাজারে ওই সোনার দোকানে তিনজন দুষ্কৃতী দোকান মালিকের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে দু কোটি টাকার সোনার গয়না লুট করে। দোকানের মালিক তড়িঘড়ি চাকুলিয়া থানায় খবর দিলে চাকুলিয়া থানা সীমান্ত লাগোয়া থানাগুলিকে সতর্ক করে। জামবনি থানায় বার্তা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঝাড়খন্ড লাগোয়া বর্ডারগুলিতে নাকা চেকিং শুরু করে। আঁটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাঝখানে রাত বারোটা নাগাদ পুলিশ সন্দেহভাজন একটি বাইককে ধড়সা এলাকায় দেখতে পায়। পুলিশ ধাওয়া করলে পড়িহাটি বাজারে ঢোকার মুখে বাইক ফেলে পালাতে চেষ্টা করে। সেখান সেখান থেকে একজনকে আটক করা হয়। বাকি দুজন পালাতে সক্ষম হলে রাতে তল্লাশি চালিয়ে আরো এক দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হয় মোটর বাইটিও।

পলাতক তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ধৃত দুজনের কাছ থেকে ডাকাতি হওয়া দু কোটি টাকার সোনার গয়না উদ্ধার হয়েছে।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that **Folio No. 11/12728, Equity Shares of face value Rs.1/- (Rupees one only)** each bearing

Distinctive No.	Share Certificate Nos.	No. of Shares
43777671-43777780	25061	110
2525317866-2525317920	91271	55
3869940722-3869940886	170440	165
8081822657-8081822821	244358	165

of **ITC Limited**, having its registered office at **Virginia House 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 700 071, India** registered in the name of **Pramodini Gopal kelkar (Deceased), Vibhas Gopal Modak and Gopal Dattatray Modak (Deceased)** have been lost. **Vibhas Gopal Modak** have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শ্রীরামপুর শাখা

পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩

ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০

ইমেল : zochinsurah@indianbank.co.in

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৫.০৪.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী সোমনাথ রায় (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী মোহন রায়, ২০ জমিনদারবাগান লেন শ্রীরামপুর পো. মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২০৩, পব এবং প্রিয়াংকা রায় বর্মন (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী সোমনাথ রায়, ২০ জমিনদারবাগান লেন শ্রীরামপুর পো. মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২০৩, পব** সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট শ্রীরামপুর শাখা নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৭০৭৬৬৫ টাকা (সতের লাখ সাত হাজার ছশো পঁয়ষট্টি টাকা) ২৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং ২৬.০৪.২০২৫ থেকে উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০ জুন ২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৭৮৬১৬৭ টাকা (সতের লাখ ছিয়াশি হাজার একশ সাতষট্টি টাকা) ৩০.০৬.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০১.০৭.২০২৫ থেকে উক্ত পরিমাণ চুক্তি মোতাবেক হারে** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-০১ একতলায় ভবনের নাম ''অশোকা'' পরিমাণ ৬২১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) কম বেশি ৪৯৭ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া) কম বেশি উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত আর.এস. দাগ নং ৬০৫০-এ অবস্থিত, আর.এস. খতিয়ান নং ২০৪৬, এল.আর. দাগ নং ৬৫৭৭অধীনে, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০১২৯, মৌজা - শ্রীরামপুর, জে.এল. নং ১৩, পৌর হোল্ডিং নং ২৫, জি.টি. রোড (পশ্চিম) শ্রীরামপুর পৌরসভার অধীনে, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি এডিএসআর শ্রীরামপুরে নিবন্ধিত, ০৪.০৪.২০২৩ তারিখের ২০২৩ সালের দলিল নং ০১৫৪১ অনুসারে, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৪২৫০৬ থেকে ৪২৫৩১ পর্যন্ত শ্রী সোমনাথ রায়ের নামে নিবন্ধিত।

তারিখ : ৩০.০৬.২০২৫ স্বা/-

স্থান : শ্রীরামপুর অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN : L45209WB1924PLC004969

রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭

ফোন: ০৩৩ ২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৮৩-৫৯৬৪

ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

নোটিশ

দাবি না করা লভ্যাংশ এবং অনুরূপ ইক্যুইটি শেয়ার-এর ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটি-তে স্থানান্তরণ

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবি না-করা লভ্যাংশ এবং কোম্পানির প্রতিটি ২ টাকার অনুরূপ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার যেগুলি সম্পর্কে ৩১ মার্চ, ২০১৮ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছর থেকে টানা সাত বছর লভ্যাংশ পাওয়ার উপযুক্ততা দাবিহীন হয়ে আছে, তা ২৯.১০.২০২৫ তারিখের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট হবে সংশোধিতমতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে (দ্য 'আইইপিএফ' রুলস)। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্টদের আইডি নম্বর কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.simplexinfra.com**-তে 'investor' সেকশনে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানির কাছে থাকা তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পৃথক পৃথক চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

উপরোক্ত সদস্যরা উপরোক্ত সম্পর্কে তাঁদের দাবি **৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখের মধ্যে **সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট, সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭** -তে পাঠাতে পারেন। ওই তারিখের মধ্যে সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট কোনও বৈধ দাবি না পেলে আইনের উপরিবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে কোম্পানি ওইরূপ লভ্যাংশ ও শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত করবেন।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে, আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত শেয়ার ওইরূপ শেয়ারে জমে থাকা সুবিধাদি, যদি থাকে, তা তাঁরা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করতে পারবেন আইইপিএফ রুলস নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরেই।

এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা, আবশ্যক হলে, সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পেতে পারবেন **pankaj.mukhopadhyay@simplexinfra.com, secretarial.legal@simplexinfra.com**-তে ই-মেল পাঠিয়ে বা ০৩৩-২৩০১১২১৬ এই নম্বরে ফোন করে।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

স্থান : কলকাতা **বি. এল. বাজোরিয়া**

তারিখ : ১ জুলাই ২০২৫ **সিনি. ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি**

গঙ্গাদাসপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম+পোঃ- গঙ্গাদাসপাড়া, , থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ

রেজিঃ নং -১৪৮ তারিখ- ২৭/০৫/১৯৬৩

স্মারক সংখ্যা 03 /GSKUS/ ARO/2025 তাং-২৬/০৬/২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **গঙ্গাদাসপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের** সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামি **২০/০৭/২০২৫ (রবিবার), সকাল ১০ ঘটিকায়** সমিতির পরিচালক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। উক্ত সভায় কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের উক্ত সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তাং-২৬/৬/২০২৫

স্বাক্ষর/- সৌম্যাভ মুখার্জী

সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক

গঙ্গাদাসপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

পরিচালক মন্ডলীর সদস্যের আসন সংখ্যা - ৯ (নয়), সাধারণ অসংরক্ষিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ৬ (ছয়) জন, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ২ (দুই) জন এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হবেন ১ (এক) জন ।

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক
১	মনোনয়ন পত্র বিলি	০২/০৭/২০২৫- ০৪/০৭/২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
২	মনোনয়ন পত্র পেশ	০২/০৭/২০২৫- ০৪/০৭/২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
৩	মনোনয়ন পত্র পরিক্ষা ও অব্যাবহিত পরে বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০৭/০৭/২০২৫	দুপুর ১২ টা থেকে	অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
৪	প্রার্থীর লিখিত আবেদনক্রমে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও শেষ তারিখ চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৮/০৭/২০২৫	বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
৫	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	০৮/০৭/২০২৫	বৈকাল ৩ টের পর	অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
৬	ভোট গ্রহন (প্রয়োজন বোধে)	২০/০৭/২০২৫	সকাল ১০ টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত	অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
৭	ভোট গ্রহন শেষে ভোট গনণা ও ফল প্রকাশ	২০/০৭/২০২৫		অত্র সমিতির কার্যালয়	এ আর ও/ দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক

দ্রষ্টব্যঃ পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী যোগ্য সদস্যরাই পরিচালক পর্ষদ নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার যোগ্য। ভোট দানে সকল সদস্য/সদস্যাদের ভোটের দিন ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত একটি সচিত্র পরিচয় পত্র আনতে হবে

স্বা/- সৌম্যাভ মুখার্জী

সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক

তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৫ গঙ্গাদাসপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যাসেট রিকভারি শাখা

কলকাতা জোন

৫ বিটিএম সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

রেফা নং : **KOLARB/RSD/25-26/118** তারিখ : ১৭.০৬.২০২৫

প্রতি

মেসার্স আস্তিক ডাল মিল প্রা লি.

৩০৩, গৌরবঙ্গ রোড, নগরথুবা, পো : আক্রামপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।

শ্রী রাজদীপ রায়,

৩০৩, গৌরবঙ্গ রোড, নগরথুবা, পো : আক্রামপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।

শ্রী বুবাই আইচ,

৩০৩, গৌরবঙ্গ রোড, নগরথুবা, পো : আক্রামপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৫) অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ৩০ দিনের ই-নিলাম বিক্রয় বিধিবদ্ধ নোটিশ

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক আপনাদের বিভিন্ন ঋণ সুবিধাদি প্রদান করেছে যার মোট পরিমাণ **২,৯৫,৪৫,০০০.০০ টাকা।** নিম্নে ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধাদির বিস্তারিত এবং বকেয়া পরিমাণ নোটিশের তারিখ পর্যন্ত নিম্নোক্ত মতে :-

(পরিমাণ টাকায়)

ঋণ সুবিধা (মেয়াদি ঋণ/ কার্যকরী মূলধন)	অ্যাকাউন্ট নং	মঞ্জুরির সীমা	সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বকেয়া
নগদ ঋণ	৪২৪২৩০১১০০০০০৮৯	২,০০,০০০,০০.০০ টাকা	৭,৯৫,৯৫,৬৫৬.৮৩ টাকা
মেয়াদি ঋণ	৪২৪২৭০২১০০০০০০৮	৯৫,৪৫,০০০.০০ টাকা	২,২৮,২৯,২০১.৯০ টাকা
	মোট	২,৯৫,৪৫,০০০.০০ টাকা	১০,২৪,২৪,৮৫৮.৭৩ টাকা

২. উক্ত ঋণ সুবিধাদি ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (সম্পত্তি/সম্পদ ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধতার বিবরণ) অধীনে :-

ক) সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত পরিমাণ চিহ্নিত খোলা জমি, অবস্থিত মৌজা : নাগরথুবা, জেএল নং ৮১, দাগ নং ৩২০, আরএস খতিয়ান নং ৬২৫ এবং ১৬৮, এলআর দাগ নং ২১৯৯, ২২০০, হোল্ডিং নং ২৫৬/১৯৮, গৌরবঙ্গ রোড, থানা : হাবড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, হাবড়া পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন কোড : ৭৪৩২৬৩। পশ্চিমবঙ্গ, স্বত্বাধিকারী : ১. শ্রীমতি কবিতা রায় স্বামী রাজদীপ রায়, ২. কুমারী রাজরূপা রায়, পিতা রাজদীপ রায়।

মোট সম্পত্তির (দলিল অনুযায়ী) চৌহদ্দি :

উত্তরে : রাজদীপ রায়, **দক্ষিণে :** সড়ক, **পূর্বে :** মদন পাল এবং অন্যান্য, **পশ্চিমে :** সুজিৎ পাল এবং খুকুরানি পাল।

৩. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশ/নির্দেশিকা অনুসারে, উক্ত ঋণ সুবিধাগুলিকে ৩১-০৩-২০১৬ থেকে নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে, ০৪-০৪-২০১৬ তারিখে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং ২৪-১০-২০১৬ তারিখে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪), (রুল ৮(১)) এর অধীনে দখলীকৃত হয়েছে।

৪. এতদ্বারা আপনাকে জানানো হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ উপরোক্ত সম্পত্তিটি **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে''**, ভিত্তিতে **০৯-০৯-২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যার জন্য আপনার কাছ থেকে ব্যাংক/সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা **১০,২৪,২৪,৮৫৮.৭৩ টাকা** পরবর্তী সুদ সহ আদায় করা হবে। **সংরক্ষিত মূল্য ৪৪,৪১,০০০ টাকা এবং বায়না জমা ৪,৪৪,১০০ টাকা।** সংরক্ষিত সম্পদ সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা উপরোক্ত সম্পত্তি **https://baanknet.com/** এর মাধ্যমে ই-নিলাম বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে এবং নিয়ম ও শর্তাবলী যথাযথ প্রক্রিয়ায় আপলোড করা হবে।

৫. উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ জ্ঞাত তথ্য অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত সম্পত্তির উপর অন্য কোনও দায় ব্যাংকের জানা নেই। সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও পাওনার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাদের সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৬. অধিকন্তু, অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখবেন যে, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে, উপলব্ধ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করতে হবে অর্থাৎ সংবাদপত্রে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধের পরে ব্যাংক থেকে তা মুক্ত করতে হবে।

৭. আপনাকে এতদ্বারা উপরে উল্লিখিত অর্থ, আপ টু ডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ০২-০৮-২০২৫ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং এর ফলে, বন্ধকী সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ আইনগত বিধান অনুসারে বিক্রি করা হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বা/- (সুরেশ কুমার)

চিফ ম্যানেজার তথা অনুমোদিত অফিসার

স্থান : কলকাতা **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

সংশ্লিষ্টের প্রতি প্রতিলিপি :

১. **শ্রীমতি কবিতা রায়,** স্বামী রাজদীপ রায়, গৌরবঙ্গ রোড, কাইপুকুর, পো. আক্রমপুর, থানা - হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।

২. **শ্রীমতী রাজরূপা রায়, পিতা রাজদীপ রায়,** গৌরবঙ্গ রোড, কাইপুকুর, পো. আক্রমপুর, থানা - হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ)।

৩. **শ্রীমতি পারমিতা রায়,** নাগারথুবা, পো. - আক্রমপুর, হাবরা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৬৩ (পশ্চিমবঙ্গ)

উদয়ন গুহর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার চাঁচলে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা। উপস্থিত মানুষজন উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। ক্ষিপ্ত একাংশ দলের কর্মী সমর্থকরা হুড়োহুড়ি করেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসরে নামতে হয় পুলিশকে। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে, মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপাড়া গ্রামে। গোটা ঘটনায় রাজ্যের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। যদিও ভুল বোঝাবুঝির কারণে এই হট্টগোল বলে সাফাই চাঁচোলের তৃণমূল বিধায়ক নীহার ঘোষের। এসব দেখে খানিকটা

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও দুঁদে রাজনীতিবিদ উদয়ন ভাষার মারপ্যাঁচে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন।

রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'এখানে কিছু উস্কানিমূলক মানুষ রয়েছে। এখানে যাঁরা হাওয়া গরম করার চেষ্টা করছেন তাঁদের বলে রাখি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজ এখানে চলছে। সব কাজ হবে।' উদয়নের এহেন মন্তব্যে ধন্দে পড়ে যান উপস্থিত মানুষজন। কারণ, যাঁরা এদিন মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ঘাসফুল অনুগত। তাহলে? প্রসঙ্গত, এগিয়ে আসছে বিধানসভা ভোট। এখন থেকেই জেলায় জেলায় যাত্রা শুরু করে গিয়েছেন মন্ত্রীরা। হাতে উপহার নিয়ে। মূলত মানুষের পালস বুঝে নেওয়াটাই উদ্দেশ্য তাঁদের। সেই পরিকল্পনায় মঙ্গলবার মালদার চাঁচলে হাজির ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর দপ্তরের ৩০ কোটি টাকায় চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একাধিক রাস্তার শিলান্যাস করেছেন তিনি। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'চাঁচোল এবং মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩০কোটি টাকা ব্যায়ে একাধিক কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা এবং পরিশ্রুত পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা করা হয়েছে। এরফলে কয়েক লক্ষ মানুষ সুবিধা পাবেন। তবে এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে এই সভায় বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চালানো হচ্ছিল পুলিশ পরিস্থিতি সামলেছে।' বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, 'ওই দলেই প্রথম থেকেই বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু নেই। মন্ত্রিসভায় তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরাই উপস্থিত ছিলেন। তারা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে। এখন নিজেদের কর্মকাণ্ড ঢাকতে বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে।'

জমি-বিবাদ ঘিরে বোমাবাজি, ফের উত্তপ্ত নওদা, মৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নওদা: ফের বোমাবাজিতে উত্তপ্ত নওদা। পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া বোমে মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার সকালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে নওদা থানার আলিনগরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম রফিকুল শেখ (৩৬)। বাড়ি আলিনগর গ্রামে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রফিকুলের। নওদা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। বোমাবাজির ঘটনায় মৃতের দুই ছেলে, স্ত্রী ও ভাই জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার কুমার সানিরাজ বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পিছনে কোনও রাজনৈতিক দলের মদত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে।' স্থানীয় সূত্রে এও জানা গিয়েছে, প্রায় ছয় কাঠা জমি নিয়ে কাকাতুতো

ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ চলছিল রফিকুলের। কার্যত সম্পত্তির দখলদারি নিয়ে বিবাদ দীর্ঘদিনের। মঙ্গলবার সকালে এই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে চরম বিবাদ বাধে। শুরু হয় হাতাহাতি। এরপরই চলে বোমাবাজি। বোমের আঘাতে মৃত্যু হয় রফিকুলের। দুই পক্ষের মধ্যেই বোমাবাজি চলে। বোমাবাজিতে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে পড়ে এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নওদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ আসতেই উভয় পক্ষের লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সিরাজুল শেখকে স্থানীয় এক দুষ্কৃতী মদত দিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না এলাকার বাসিন্দারা। প্রসঙ্গত, গত একমাসে বেশ কয়েকবার বোমাবাজি, গুলি চালানোর ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে নওদায়। এলাকায় উত্তেজনা বাড়ায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ।

তারকেশ্বরে একঘরে করার অভিযোগ ১২টি পরিবারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: তারকেশ্বরে একঘরে করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ১২টি পরিবারকে। বাজারহাট থেকে শুরু করে শিশুদের পড়াশোনা-সবই বন্ধ! বিগত দশ পনেরো দিন ধরে মিলছে না মুদিখানা, দুধ, সবজি, মাছ। এমনকি বন্ধ শিশুদের পড়াশোনা! অভিযোগ, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও মেলেনি সুরহা। সব জেনেও নিশ্চুপ স্থানীয় প্রশাসন। অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তারকেশ্বরের তেঘরি গ্রামের হালদার পরিবারের সদস্যরা।

হালদার বংশের বারোটি পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ষাট জনের উপর। অভিযোগ, এলাকার কিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী এই নিদান দিয়ে রেখেছে সকলকে। ভয়ে মুখ খুলতে চাইছে না কেউই, মুদি দোকান থেকে দুধ বিক্রেতা, এমনকি গৃহশিক্ষক-সবাই ভয়ে চুপ! হালদার পরিবারের দাবি, গ্রামে একটি রক্ষা কালী মন্দিরে দীর্ঘ তিনশো বছর ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা পূজা করতেন। কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে সেই মন্দির দখলে নিয়েছে গ্রামের কয়েক জন মাতব্বর। এমন অবস্থায় আদালতের দ্বারস্থ হন হালদার পরিবার। একাধিকবার আদালত হালদার পরিবারের পক্ষেই রায় দেয়। সেই রায়কে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জোরপূর্বক মন্দির দখলে রেখেছে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর। হালদার পরিবারের আরও দাবি, অভিযুক্তরা এলাকায় তৃণমূল নেতা-কর্মী বলেই পরিচিত। হালদার পরিবারের এক প্রবীণ মহিলা বলেন, 'আগে মন্দিরে গেলে, আমাকে দেখেই গ্রামের মহিলারা মন্দির থেকে নীচে নেমে আসত, আমাকে প্রণাম করত, এখন গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। দোকানে গেলে দোকানি একটা জিনিসও দিচ্ছে না। কে দিতে বারণ করেছে, তা জিজ্ঞাসা করলেও ভয়ে চুপ করে থাকছে।' একাধিক বার প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি কোনও ফল। যদিও এই বিষয়ে বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'এই রকম জঘন্য কাজ তৃণমূলই করতে পারে। আমাদের নিন্দা জানানোরও ভাষা নেই। কী ভয়ঙ্করভাবে তাঁরা বয়কটের শিকার। পুলিশকে বলব, আপনারা বিষয়টি দেখে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিন।' তারকেশ্বর বিধায়ক তথা তৃণমূল জেলা সভাপতি রামেন্দু সিং রায় বলেন, 'এই ধরণের ঘটনা যদি ঘটে থাকে, তাহলে বরদাস্ত করা হবে না। যদি তৃণমূলের কেউ জড়িত থাকে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।' তারকেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণা অধিকারী বলেন, 'এমন কিছু হয়েছে, আমার কাছে কোনও খবর নেই। কেউ অভিযোগ জানায়নি। যদি অভিযোগ জানায়, তাহলে বিডিওর সঙ্গে কথা বলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে পদক্ষেপ করব।'

খনিতে 'আটক' কর্মীরা, কাঠগড়ায় ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সোমবার গভীর রাতে অন্ডালের সিঁদুলি কোরিয়ারি খনি কর্মীদের কাজ শেষ হওয়ার পরও খনির নিচের দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার অভিযোগ উঠল কোলিয়ারির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। কোলিয়ারিতে কর্মরত খনি কর্মীদের দাবি, খনির নিচে নেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, পাশাপাশি খনির নিচের বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড গরম এবং রয়েছে অক্সিজেনের অভাব, তাঁদের আরও বক্তব্য, সোমবার নির্দিষ্ট সময়ে খনির কাজ শুরু হয়েছিল। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কোলিয়ারির হলেজ ব্রেক ডাউন হওয়ায় খনির কর্মীরা নিচ থেকে উপরে উঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু কর্মীদের অভিযোগ, উপরে ওঠার জন্য ডুলির কাছে এলেই তাদের জানানো হয় ম্যানেজারের নির্দেশ, কাউকে উপরে ওঠানো যাবেনা। যতক্ষণ না কাজ শেষ হচ্ছে, সবাইকে নিচেই থাকতে হবে। এই অবস্থায় রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন খনি কর্মীরা। যদিও অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির ম্যানেজার মুখ খুলতে চাননি।

মহিলার নলি কেটে 'খুন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: কাজ থেকে ছেলে ফিরে এসে দেখেন মা মৃত। গলার নলি কেটে খুন মহিলা। মৃতের নাম মনোয়ারা বিবি (৩৮)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট থানার নিন্দারিয়া কোদালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লাপাড়া এলাকায়। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোয়ারা বিবির একবছর আগে স্বামী জাহাঙ্গীর মণ্ডল মারা গিয়েছেন। তার পনেরো বছরের ছেলে নয়ন মোল্লা কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকে। মেয়ে মাদ্রাসায় থেকে পড়াশোনা করে। বাড়িতে একাই থাকতেন মনোয়ারা। বন্ধ ঘর থেকে পচা গন্ধ বের হওয়াতে এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। তারা থানায় খবর দিলে সোমবার রাতে পুলিশ এসে তালা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহটি রক্তাক্ত অবস্থায় লেপ কাঁথা জড়ানো অবস্থায় পড়া ছিল। অভিযোগ, তার মৃতদেহ লোপাট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। বসিরহাট থানার পুলিশ খুনের মোটিভ নিয়ে ধন্দে রয়েছে। কী কারণে তাঁকে খুন করা হল? সম্পত্তি বিবাদ? নাকি প্রতিবেশীর মধ্যে গণ্ডগোলের জের? না অবৈধ সম্পর্কের ফল? সবটাই তদন্ত শুরু করেছে বসিরহাট পুলিশ জেলা। একমাত্র ছেলে নয়ন মোল্লাকে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তার মোবাইল ফোনের কল লিস্ট পরীক্ষা করা হচ্ছে।

প্রেমের টানে অবৈধভাবে বাংলাদেশ পাড়ি, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: প্রেমে বাধা হতে পারেনি আর্ন্তজাতিক সীমান্ত। প্রেমের টানে ভারত থেকে বাংলাদেশে পৌঁছে সে দেশের পুলিশের হাতে ধরা পড়ল বহরমপুরের যুবক। ধৃত যুবক পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন তিনি প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্যই অবৈধভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছেন। আপাতত ওই যুবক বাংলাদেশের হাতিবান্দা উপজেলার পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। এদিকে ছেলেকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে বহরমপুর থানার পুলিশের দ্বারস্ত হয়েছেন যুবকের মা। তিনি বহরমপুর থানার আইসির কাছে ছেলেকে ফিরিয়ে আনার কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন। ধৃত যুবকের নাম আরিয়ন মির্জা। তাঁর বাড়ি বহরমপুরের বিটি কলেজ রোড এলাকায়। বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'হাতিবান্দা থানার পুলিশের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। আরিয়ানকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।' বছর দেড়ের আগে হাতিবামদা উপজেলার বাবুয়াবাড়ির উত্তর বিচন্দা এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হয় আরিয়ানের। সেই আলাপ ক্রমশ গভীর হয়। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার তীব্র বাসনা তাঁকে ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। গত ২৬ জুন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আরিয়ান বাংলাদেশ যাওয়ার মনস্থির করে ঘর ছাড়েন। রাতে ছেলে বাড়ি না ফেরায় আরিয়ানের মা আয়েষা মির্জা তাঁকে ফোন করলে তিনি জানান, কাজে যাচ্ছি। পরের দিন মাকে ফোনে বলেন

গোয়াহাটি থেকে মেঘালয়ের দিকে যাচ্ছেন। মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করায় তিনি বিজিবি'র হাতে ধরা পড়েন। বিজিবি আরিয়ানকে হাতিবান্দা উপজেলার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বিপাকে পড়ে ফোনে মাকে সব কথা খুলে বলেন। উত্তর বিচন্দ এলাকার তরুণীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। প্রেমিকার দেশে গিয়েও তার সঙ্গে দেখা হয়নি আরিয়ানের। আয়েষা মির্জা বলেন, 'ছেলে যে এভাবে বাংলাদেশে পৌঁছে যাবে আমরা টেরও পাইনি। পুলিশ আমাদের আশ্বস্ত করেছে। কিন্তু ছেলে না ফেরা পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই।'

চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরকে ঘেরাও কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর-সহ আধিকারিকদের মিটিং হলে ঘেরাও করে রাখল শ্রমিক কর্মচারীরা। পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে কাজে যোগ দিল না চুঁচুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। পুরসভার গেটের সামনে বসে চলল অবস্থান, অচল রইল পুরসভা।

পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীদের দাবি, তাদের ১০০ টাকা করে রোজ বাড়াতে হবে। ৬৫ বছর হয়ে গেছে এমন কর্মচারীদের বসাতে গেলে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে। কর্মীদের ইএসআই, পিএফ চালু করতে হবে। গতকাল মহকুমা শাসকের আলোচনার আশ্বাসে ঘেরাও আন্দোলন থেকে সরে আসে শ্রমিকরা। তবে এদিন সকাল থেকে তারা কাজে যোগ দেননি। দাবি পূরণ না হলে তারা কাজ করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে। চুঁচুড়া পুরসভার প্রায় ২০০০ অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তাদের বেতন দিতে পুরসভার ভাড়ার শূন্য হয়ে যায়। তাই পুরসভার বর্তমান বোর্ড ঠিক করে, যাদের ৬৫ বছর হয়ে গেছে মঙ্গলবার থেকে তাদের আর কাজে নেওয়া হবে না। পরিবর্তে আর পাঁচ মাস ধরে তাদের বেতন দেওয়া হবে। এরই প্রতিবাদে আন্দোলনে নামে অস্থায়ী কর্মীরা। আর এই আন্দোলনের ফলে শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার হচ্ছে না, রাস্তাঘাট আস্তাকুঁড়ে পরিণত হবে আশঙ্কা শহরবাসীর।

রাস্তা যেন মরণ ফাঁদ, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: গ্রামের রাস্তা দিয়ে অনবরত ওভারলোড গাড়ি চলছে। যার ফলে মৃত্যু ফাঁদ হয়ে উঠেছে রাস্তা। আর তারই প্রতিবাদে রাস্তায় বসে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন জামুরিয়ার চুরুলিয়ার মানুষ। গ্রামের মানুষের বক্তব্য, ২৪ ঘণ্টা এই রাস্তা চলছে ওভারলোডেড গাড়ি। ঘটছে দুর্ঘটনা। অথচ প্রশাসনের তরফে রাস্তা মেরামতির কোনও উদ্যোগ নেই। নজরুল তীর্থ চুরুলিয়ায় আসার একমাত্র রাস্তা এখন মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ এমনকি প্রসূতি মহিলা, সকলেই সমস্যায় পড়েন এই বেহাল রাস্তার কারণে।

পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন অবরোধকারীরা। তবে বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, প্রশাসন কথা দিয়ে কথা না রাখলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

বালিটিকুরী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নতুন শাখার সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বালিটিকুরী কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক বড়গাছিয়া, হাঁটালমোড়ে ব্যাঙ্কের একটি নূতন শাখার সূচনা করে। এটি ব্যাঙ্কের ষষ্ঠ শাখা, ব্যাঙ্কের আরও পাঁচটি শাখা আছে, বালিটিকুরী, বিরাডিঙ্গি, জগদীশপুরহাট, ডোমজুড় ও জাপানিগেটে। এটি হাওড়া জেলার একটি অগ্রণী সমবায় ব্যাঙ্ক। জেলার অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ব্যাঙ্কটি একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে চলেছে। ব্যাঙ্কটির বর্তমানে মোট আমানতের পরিমান প্রায় ১৮০ কোটি ও প্রদত্ত ঋণের পরিমান প্রায় ৭৮ কোটি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাপকঠিতে এটি ফাইন্যানসিয়ালি সাউন্ড ও ওয়েল ম্যানেজড ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কটির মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় একান্ন হাজার। এ.টি.এম, মোবাইল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা-সহ সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং ও ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যাঙ্কটি প্রদান করে থাকে। গ্রাহকগণের সুরক্ষা স্বার্থে ব্যাঙ্কটি বর্তমানে ইনসিওরেন্স পরিষেবাও চালু করেছে।

উত্তরপাড়ায় রেমিডিজ পরিবারের সেমিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪৩ তম জন্মদিন পালন করল উত্তরপাড়ার বেঙ্গল রেমিডিজ পরিবার। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল থেকে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক থেকে শুরু করে মেডিক্যালের সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা ও তাদের পরিবার। এইসঙ্গে বেঙ্গল রেমিডিজ পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন চিকিৎসকরা। বেঙ্গল রেমিডিজ পরিবার প্রতিষ্ঠা হয় ২০০১ সালে। উত্তরপাড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রেমিডিজ পরিবার গড়ে তোলেন। বর্তমান প্রজন্মের এই প্রতিষ্ঠান একটি কর্ম সংস্থানের দীশা

দেখিয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, '২০০১ সাল থেকে শুরু করেছি পথ চলা। আমাদের পরিবার আজও চলছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এইসঙ্গে দরিদ্র সন্তানদের শিক্ষারও ব্যবস্থা করছি।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তার ছেলে দেবনাথ চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি এদিন ডক্টর বিধান রায়ের কথা স্মরণ করেন।

ধৃত ৪ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেন, হিঙ্গলগঞ্জ: উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জের হেমনগর এলাকা থেকে ছোট ডিঙি নৌকায় করে কালিন্দী নদী দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন ৪ বাংলাদেশি। সেই সময় সীমান্তে কর্মরত সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জাওয়ানরা, তাদের ধরে ফেলে। তারা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। ধৃতরা হলেন আল আমিন, মাসুরা বেগম, জাহাঙ্গির আলম, টুম্পা পারভীন। ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা এলাকায়। বিএসএফ তাদের আটক করে হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বিধানচন্দ্র রায়কে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে তাঁর মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মঙ্গলবার এই দিনটিকে 'ডক্টরস ডে' হিসেবেও পালন করা হয়। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন কালনার মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল, কালনা মহকুমা এবং সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের সুপার চন্দ্রকান্ত মাইতি, ডেপুটি সুপার সহ-কালনা হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

স্বামীর 'খুনে' গ্রেপ্তার স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়খাঁ গ্রামের বাসিন্দা বছর পঁয়তাল্লিশের লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রহস্যদানা বেঁধেছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন তাঁর স্ত্রী। তবে তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতের স্ত্রী পুষ্প মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মীকান্তকে এলাকার মানুষ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে হাড়োয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে তাঁর দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতালের সূত্রে খবর মিলেছে, ওই ব্যক্তির মাথা-সহ দেহের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর বাম হাতের একটি আঙুল ভাঙা ছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। তবে কী কারণে মৃত্যু হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত জানা যাবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশ। অন্যদিকে মৃতের জ্যাঠার পরিবারের দাবি, 'তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

জলবন্দি মালদার মঙ্গলবাড়ি, বাড়ছে চর্মরোগ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বর্ষার মরশুম আসলেই আতঙ্ক ছড়ায় পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি গান্ধি কলোনি এবং গাবতলা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। এক থেকে দুই মাস ধরে

জলবন্দী থাকায় বিভিন্ন চর্ম রোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, বর্ষার মরশুমে বৃষ্টির সঙ্গে নর্দমার দুর্গন্ধ যুক্ত জল জমে থাকছে। দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে অসংখ্য মানুষকে। দীর্ঘদিন ধরে এমন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মঙ্গলবার রাস্তার জমা জলে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, 'বর্ষার সময়ে অন্তত এক থেকে দুই মাস বৃষ্টির জমা জল আর আশেপাশের নিকাশি নালার দুর্গন্ধযুক্ত জল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যার ফলে চর্মরোগ, মশাবাহিত রোগের উপদ্রব বাড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা থাকলেও পুরাতন মালদা পুরসভা প্রয়োজনীয় কোনও উদ্যোগ নেয়নি। এমনকি পাম্প চালিয়ে জল নিকাশির কথা বলা হলেও, তাও এখনও পর্যন্ত করা হয় নি।' এদিন বিক্ষোভে সামিল হন গান্ধি কলোনি গাবতলা এলাকার কচিকাঁচা থেকে শুরু করে বাড়ির পুরুষ ও মহিলারা।

পুরাতন মালদা পুরসভা ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর রিমি দাস পাল জানিয়েছেন, 'ওই এলাকায় বৃষ্টির জল জমার সমস্যা একটা রয়েছে। সময় মত সেই জলে পাম্প মেশিন চালিয়ে নিকাশি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে পুরাতন মালদা পুরসভা সাড়ে তিন কোটি টাকা বরাদ্দে একটি হাইড্রেন তৈরির কাজ শুরু করেছে। সেই হাইড্রেনের সঙ্গে ওই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সংযুক্ত হয়ে গেলেই বৃষ্টির জল জমার সমস্যার থাকবে না।'

বনভূমি থেকে 'কাঠপাচার', সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাতের অন্ধকারে বাঁকুড়ায় ফের বনভূমি থেকে কাঠ পাচারের চেষ্টা। কাঠ-সহ পিকআপ ভ্যানটি আটক। বন দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে, সূর্যাস্তের পর থেকে ভোর পর্যন্ত বনভূমি থেকে কাঠ বহন নিষিদ্ধ। তা সত্বেও জেলার বিভিন্ন বনভূমি থেকে রাতের অন্ধকারে অবাধে কাঠ পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ। এখানেই বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে গ্রামবাসীরা এমনকি বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা অভিযোগের আঙুল তুলছেন। গত রবিবার বাঁকুড়া সদর মহকুমার বেলননি উপরবাদি গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গল থেকে কাঠ পাচার আটকে দেয় বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা। তারা কাঠ-সহ একটি পিকাপ ভ্যানকে আটক করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন। বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, কাঠ পাচারের ঘটনা আগেও চার-পাঁচ বার ঘটেছে। বন দপ্তরকে জানালেও কোনও লাভ হয়নি। উল্লেখ্য, উপরবাদি গ্রামে ঢোকার মুখে ইউক্যালিপটাস গাছের জঙ্গল রয়েছে। এই জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের বক্তব্য। তাই গ্রামবাসীরাই বন সুরক্ষা কমিটি গড়ে জঙ্গল দেখভাল করছেন। বন দপ্তরের তরফে এই জঙ্গল কাটা হলে, লভ্যাংশের একাংশ তারা পাবেন। কাঠ পাচার হওয়ায় সেই লাভ কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাঁদের। বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের অভিযোগ, জেলায় জঙ্গল থেকে কাঠ পাচারের ঘটনায় অনেক সময় 'সর্ষের মধ্যেই ভূত' লুকিয়ে থাকছে। সম্প্রতি খাতড়া ও সিমলাপালে পাচারের সময় কাঠ ভর্তি দু'টি গাড়ি ধরা পড়ে। ওই দুটি ঘটনায় বন কর্মীদের একাংশ জড়িত থাকতে পারে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এনিয়ে বিভাগীয় তদন্তও হয়। বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য ও জেলাবাসীর একাংশে ধারণা, 'বনদপ্তরের সদ্য কাটা সরকারি গাছ পাচার হচ্ছে। কাঠ পাচারের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি হয়। এতে বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে জেলার পুলিস ও প্রশাসনিক মহলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।' বাঁকুড়া দক্ষিণের ডিএফও প্রদীপ বাউরি জানান, 'সম্প্রতি সিমলাপালে চোরাই কাঠ বোঝাই একটি ট্রাক আটক করা হয়। পাঞ্চেত বনবিভাগ এলাকা থেকে শাল কাঠবোঝাই করে পাচার করা হচ্ছিল। এই ঘটনার মাত্র দু'দিন পরই খাতড়ায় আকাশমণি কাঠ পাচারের চেষ্টা হয়। দু'টি ক্ষেত্রেই কয়েক লক্ষ টাকার কাঠ-সহ গাড়িগুলিকে আটক করা হয়েছে। মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে।' তিনি বলেন, 'যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে গাছ কাটা বা জঙ্গল থেকে কাঠ পরিবহণ করা যায় না।' উল্লেখ্য, বাঁকুড়া দক্ষিণ বন বিভাগের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন রেঞ্জের সীমানা মিশে রয়েছে। সেই কারণে এই এলাকা কাঠ মাফিয়াদের নজরে রয়েছে। ঝিলিমিলি, সুতান, বারিকুল এলাকা একসময় কাঠ পাচারের করিডর ছিল। বাম আমলে মাওবাদী আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে মাফিয়ারা জঙ্গলের শাল, সেগুন-সহ অন্যান্য দামি গাছ দেদার কেটে পাচার করত বলে অভিযোগ। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর সাময়িক তা বন্ধ হলেও, ফের তা শুরু হয়েছে। বনদপ্তর, পুলিস, প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একাংশ তাদের মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

তেলঙ্গানায় বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৬

বিস্ফোরণের কারণ খুঁজছে তদন্তকারীরা

অমরাবতী, ১ জুলাই: তেলঙ্গানার পাশমাইলরামের সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৬। মঙ্গলবার এই উর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিক এই তথ্য দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সোমবার বিকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে শোকপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তরফে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে।

কী কারণে এত বড় বিস্ফোরণ ঘটল? কারও গাফিলতি, না কি যান্ত্রিক ত্রুটিই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী; এমন নানা প্রশ্ন ঘুরছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, 'স্প্রে ড্রায়ার' (কোনও রাসয়নিক পদার্থ শুকানোর যন্ত্র)-এ তাপমাত্রার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণেই বিস্ফোরণ হয় তেলঙ্গানার রাসয়নিক কারখানায়! প্রাথমিক ভাবে খতিয়ে দেখে এমনই মনে করছে রাজ্যের শিল্প দপ্তর। তবে বিস্ফোরণের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা বিস্তারিত তদন্তের পরই জানা যাবে।

উদ্ধারকারী দলের বক্তব্য, বিস্ফোরণস্থল থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করাই এখনও তাদের প্রধান কাজ। তার পরে বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পরে আধিকারিকদের মনে হয়েছে, কারখানার 'স্প্রে ড্রায়ার'-এ তাপ অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যাওয়ার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। ওই কারখানায় নানা জায়গায় রাসয়নিক পদার্থ ছড়িয়ে ছিল। ফলে বিস্ফোরণের পর দ্রুত আগুন ছড়ায়। প্রায় গোটা কারখানাই কয়েক মিনিটের মধ্যে জ্বলতে শুরু করে। সেই সময় কারখানায় যাঁরা কাজ করছিলেন, তাঁরা পালানোরও তেমন সময় পাননি।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নিখোঁজ বহু, হড়পা বানে ভাসল বাড়ি-সেতু

ধরমশালা, ১ জুলাই: মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচলের মান্ডি। মঙ্গলবার সকালে মান্ডি জেলার করসোগে পর পর চার বার মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। বসতি এলাকায় হুমড়মুড়িয়ে নেমে আসে হড়পা বান। তার জেরে বেশ কিছু বাড়ি ভেসে গিয়েছে। নিখোঁজ অনেকে। এক জনের মৃত্যুর আশঙ্কাও করা হচ্ছে।

গত কয়েক দিন ধরে হিমাচলের বিভিন্ন প্রান্তে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার একই দিনে পর পর কয়েক বার মেঘভাঙা বৃষ্টি হচ্ছে। তার জেরে হড়পা বান এবং ধসও নামছে জায়গায় জায়গায়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ হিমাচলে।

নাগাড়ে বৃষ্টির কারণে রাজ্যের ১৩০টি জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও জল সরবরাহও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, ভূমিধসের জেরে মান্ডি এবং সিরমৌরে মোট ২৫৯টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মান্ডিতে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ। মঙ্গলবার স্কুল-কলেজগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

মান্ডি জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলার চার জায়গায় মঙ্গলবার সকালে মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। বহু গাড়ি, বেশ কিছু বাড়ি ভেসে গিয়েছে। অনেক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হড়পা বানে পটিকারী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রেরও ক্ষতি হয়েছে। বিপাশা নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। জলের চাপ বাড়তে থাকায় শেষমেশ পন্ডোহ বাঁধের গেট খুলে দেওয়া হয়। তাতে প্লাবিত হয় বহু এলাকা। অন্য দিকে, কিরতপুর-মনালী জাতীয় সড়কে ধস নামার ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, চাম্বা, কাংড়া, কুল্লু, মান্ডি, শিমলা, সোলন, সিরমৌর জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হবে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়াগায় বৃষ্টির চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৬ জুলাই পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

'ভর্তুকি বন্ধ করে দেবেন? করুন না!' ট্রাম্পকে আবার চ্যালেঞ্জ মাস্কের

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফের একবার সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন ধনকুবের ইলন মাস্ক। ট্রাম্পের ভর্তুকি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারির জবাব দিলেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে মাস্ক পোস্ট করে জানান, অবিলম্বে যেন ট্রাম্পের 'নির্দেশ' মানা হয়। অর্থাৎ তাঁর কোম্পানির ভর্তুকি বন্ধ করে দিক মার্কিন প্রশাসন।

ট্রাম্প এবং মাস্কের সম্পর্কের অবনতির সূত্রপাত 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল'কে কেন্দ্র করে। যে বিলের উদ্দেশ্য কর ও সরকারের ব্যয় সংকোচ। শুরু থেকেই এই বিলের ঘোর বিরোধী এলন মাস্ক। গত সোমবার মার্কিন সেনেটে আলোচনা হয় এই বিল। এর পরই সুর চড়িয়ে টেসলা কর্তা জানান, এই বিল পাশ হলে মার্কিন রাজনীতিতে এক নতুন দল খুলবেন তিনি। মাস্কের এই হুমকির পরই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন ট্রাম্প। স্পষ্ট ভাষায় জানান, মাস্ক আমেরিকায় ব্যবসা করতে যত পরিমাণ ভর্তুকি পেয়েছেন তা অতীতে কেউ পাননি। এই ভর্তুকি না পেলে মাস্ককে এখানকার ব্যবসা বন্ধ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, মার্কিন নাগরিক হলেও এলন মাস্কের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়।

'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' নিয়ে মার্কিন সেনেটে আলোচনা, ভোটাভুটি চলছে। তার মধ্যেই মাস্ক এবং ট্রাম্প আবার এক বার সংঘাতে জড়ালেন।

ট্রাম্প এবং মাস্কের সম্পর্ক একসময় সুমধুর ছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বার বার ট্রাম্পের হয়ে প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল মাস্ককে। এমনকি, দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পরে ডিওজিই-র মাথায় টেসলা-কর্তাকে বসিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব বেশি দিন টেকেনি। ট্রাম্পের এই 'বিল' ঘোষণার পর থেকেই দু'জনের মধ্যে টানাপড়েন শুরু হয়। ট্রাম্প যেটিকে 'বড় সুন্দর বিল' বলে ব্যাখ্যা করছেন, সেটি আসলে আমেরিকায় কর এবং ব্যয় সংকোচনের জন্য তৈরি একটি অর্থবিল। তবে শুরু থেকেই এই বিলের ঘোর বিরোধী মাস্ক। আবার সেই বিল নিয়ে সংঘাত প্রকাশ্যে এল।

শিবকাশীতে বিস্ফোরণে ঝলসে মৃত ৪, আহত অনেকে

শিবকাশী, ১ জুলাই: তামিলনাড়ুর শিবকাশীর বাজি কারখানায় ফের বিস্ফোরণ। মঙ্গলবার সকালে শিবকাশীর কাছে চিন্নাকামানপট্টিতে ঘটেছে এই ঘটনা। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বিরুদ্ধনগর জেলার পুলিশ সুপার কান্নান জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে অন্ততপক্ষে চার জনের। আহত পাঁচ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আহত এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে চিন্নাকামানপট্টি। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, আশপাশের কয়েকটি বাড়ির জানলার কাচ ভেঙে গিয়েছে। বিস্ফোরণের সময় কারখানার ভিতরে অনেক শ্রমিকই কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণের জেরে কারখানাটি ভেঙে পড়েছে।

ময়দান

আজ এজবাস্টনে দুই স্পিনার নিয়ে মাঠে নামতে পারে ভারত

এজবাস্টন, ১ জুলাই: বুধবার এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে নামছে ভারত। তার আগে ভারতীয় দল ঘর গোছানোর কাজে ব্যস্ত। লিডস টেস্টে পরাজয়ের পর দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে খেলানো। অতিরিক্ত স্পিনার না-রাখার সেই ভুল এবার আর করতে চাইছে না ভারতীয় দল। সোমবার দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয় টেস্টে ভারত দু'জন স্পিনার খেলানোর পরিকল্পনা করছে। তবে এখনও নিশ্চিত নয়, কারা সেই দুই স্পিনার হবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে দুশখাতে বলেন, 'দুই স্পিনার খেলার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমরা এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি। আমাদের দলেও ব্যাটিং গভীরতার প্রশ্ন আছে, সেই অনুযায়ী ঠিক করা হবে।'

কুলদীপের পাশাপাশি দলে উঠে এসেছে ওয়াশিংটন সুন্দরের নাম, যিনি একজন কার্যকর অলরাউন্ডার হিসেবে ব্যাট হাতেও অবদান রাখতে পারেন। দুশখাতে বলেন, 'ওয়াশিংটন খুব ভালো ব্যাট করছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা পুরোপুরি স্পিনার নেব, নাকি অলরাউন্ডার স্পিনার? সেই সিদ্ধান্ত উইকেট এবং কন্ডিশনের ওপর নির্ভর করবে।' এজবাস্টনের উইকেটে এই মুহূর্তে ১১ মিলিমিটার ঘাস রয়েছে, যা কিছুটা পেস সহায়ক হতে পারে।

আবার বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে ম্যাচের দিনে। তাই টিম ম্যানেজমেন্ট দুই ধরনের বিকল্প হাতে রাখতে চাইছে; স্পিন এবং পেস, দুটোই। প্রথম টেস্টে ব্যর্থ হওয়া শার্দুল ঠাকুরের জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ব্যাট এবং বল; দু'টোতেই কার্যকর না-হওয়ায় দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবর্তে নীতীশ রেড্ডির অন্তর্ভুক্তি হতে পারে, যিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম করেছেন। দুশখাতে বলেন, 'নীতীশ ম্যাচ খেলার একদম কাছাকাছি রয়েছে। ও দলে এসে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলেছে। আমরা ব্যাটিং অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়ার দিকেও ভাবছি।'

সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে, এজবাস্টনে ভারতের দলগঠনে বড়সড় পরিবর্তন হতে চলেছে। উইকেট, আবহাওয়া এবং আগের ম্যাচের ফলাফল মিলিয়ে এই টেস্টে দেখা যেতে পারে দুই স্পিনার এবং এক অলরাউন্ডারকে নিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একাদশ।

ডিগবাজি যশস্বীর! সব ভুলে ফের মুম্বইয়ের জার্সিতে জয়সওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন: যশস্বী জয়সওয়ালের মুম্বই ছেড়ে গোয়ায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে গত কয়েক মাস ধরে ক্রিকেট মহলে তুমুল চর্চা চলছিল। আচমকাই মুম্বই ক্রিকেট দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তরুণ প্রতিভাবান ব্যাটার যশস্বী। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) কাছ থেকে 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' বা এনওসি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি, যাতে অন্য রাজ্যের হয়ে খেলার রাস্তা খোলাই থাকে।

শোনা যাচ্ছিল, আগামী মরশুমে গোয়ার হয়ে খেলার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছেন যশস্বী। এমনকি তাঁর পথ অনুসরণ করে সূর্যকুমার যাদবও নাকি গোয়ার দিকে ঝুঁকছেন; এমন গুঞ্জনও ছিল জোরালো। তবে শেষ পর্যন্ত সব জল্পনায় ইতি টেনে ফের নিজের ঘরে ফিরে এলেন যশস্বী। এমসিএ প্রেসিডেন্ট অজিঙ্ক নাইক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, যশস্বী নিজেই তাঁর এনওসি প্রত্যাহার করে নেওয়ার আবেদন করেন এবং সেই আবেদনের ভিত্তিতে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তাঁর এনওসি বাতিল করে দেয়। অজিঙ্ক নাইক বলেন, 'মুম্বই ক্রিকেট নিয়ে যশস্বী সবসময় গর্ববোধ করে। তাই তাঁর ফিরে আসাটা আমাদের কাছে খুশির খবর।'

যদিও বছর শুরুর দিক থেকে মুম্বইয়ের সঙ্গে যশস্বীর সম্পর্ক বেশ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। রনজি ট্রফি চলাকালীন মুম্বই দলের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে এবং সাপোর্ট স্টাফের এক সদস্যের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ হয়। একটি ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে যশস্বীর ব্যাটিং নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন রাহানে। পালটা যশস্বীও রাহানের শট নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, ড্রেসিংরুমে ফিরে রাহানের কিটব্যাগে লাথিও মারেন যশস্বী। সেই ঘটনার পর থেকেই মুম্বই ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ সিএবি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাশাপাশি মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের বি.সি. রায় ক্লাব হাউসেও ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাল সিএবি। সিএবির সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র কর্মকর্তারা, প্রাক্তন কর্মকর্তা, অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য, কমিটির সদস্যরা। ১ জুলাই প্রয়াত রায়ের ১৪৩তম জন্মবার্ষিকী এবং ৬৩তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সেইসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের পতাকাও উত্তোলন করেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছাড়াও ছিলেন সহসভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস, সচিব নরেশ ওঝা, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীসহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কমার মল্লিকসহ একাধিক কর্তা।

নৈহাটি স্টেডিয়ামে অব্যবস্থা, জাঁকজমকেও ফিকে লিগের চমক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাঁকজমক করে উদ্বোধন করেও, যেন ক্রমশ ফিকে হচ্ছে কলকাতা লিগের জৌলুস। এই কথা ফুটবলপ্রেমী থেকে শুরু করে স্বয়ং ফুটবলাররাও স্বীকার করে নিচ্ছেন। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে আতসবাজির রোশনাইয়ে উদ্বোধন হয়েছিল কলকাতা লিগের। বর্তমানে সেই নৈহাটি স্টেডিয়ামেই অব্যবস্থা। সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট ঘর নেই। একই ঘরে বসছেন ক্লাব কর্তা থেকে শুরু করে ভিআইপি অতিথিরা। বাকি ম্যাচগুলিতে না হলেও দুই প্রধানের ম্যাচে বেশি সাংবাদিক হয়ে যাওয়ায় পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা থাকে না।

সোমবার নৈহাটিতে মোহনবাগান বনাম পুলিশ এসি ম্যাচে এসেছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং জেলা ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি সনৎ দে। তাঁদের সঙ্গেই বসতে হয় সাংবাদিকদের। প্রেসবক্সের মধ্যেই পুলিশের অবাধ আচরণ। ভিআইপি বক্সের পাশের গেট দিয়ে বাইরে যাওয়াও নিষেধাজ্ঞা পুলিশের। কারণ সেখানে নেতা-মন্ত্রীরা বসেছিলেন। এক সাংবাদিকের কথায়, ' প্রায় সাড়ে তিন দশক কলকাতা লিগের ম্যাচ কভার করেছি। কিন্তু লিগের মাঠে সাংবাদিকদের এই দুরবস্থা কখনও দেখিনি। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলী স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম পুলিশ এসি ম্যাচে সেটা দেখলাম। মাঠে পর্যাপ্ত প্রেস বক্স বলে কিছু নেই। কলকাতা লিগ সুষ্ঠু ভাবে চালাতেই হিমশিম, আবার আইএসএলের মতো পেশাদারি ঢঙে বেঙ্গল সুপার লিগ করতে চাইছেন।'

অভিযোগ, ম্যাচ শেষে মোহনবাগান সমর্থকদের লাঠি দিয়ে মারেন পুলিশ। এমনকি জেতার আনন্দে মোহনবাগান সমর্থকদের সবুজ-মেরুন জার্সি ছিঁড়ে দিয়েছিলেন পুলিশ ক্লাবের কয়েকজন কর্তা। প্রতিবাদ করতে গেলে মোহনবাগান সমর্থকদের ওপর লাঠির আঘাত করে পুলিশ। পরে অবশ্য এক পুলিশ কর্তা হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়েছেন। ফুটবল মাঠে বিশেষত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচে এই রকম উত্তেজনা স্বাভাবিক। পুলিশ সামাল না-দিয়ে উলটে লাঠিচার্জ করল।

স্থানীয় এক সমর্থক বলছেন, 'পুলিশের এই ধরনের আচরণে আমরা হতাশ। আজ তো ডার্বিও ছিল না। তাতেও যদি এইরকম আচরণ হয় তবে তো খুব মুশকিল।' শ্যামনগর থেকে আসা নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক আরও এক মোহনবাগানীর কথায়, 'আজ প্রথম ম্যাচে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে ভাবিনি। হেরেছি বলে হতাশ। তবে পুলিশের লাঠি খেতে হবে ভাবিনি। ময়দানে কবে যে ফুটবল ফিরবে সেই অপেক্ষায় আছি।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY

NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-06/25-26, Memo No-405, Date- 01/07/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **02.07.2025.** Bid Submission end Date- **08.07.2025.** Bid Opening Date- **10.07.2025.** For Details Please Visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- 20 of 2025-2026 Sl. No. 1 & 2 Dated 05.06.2025

Last date of Submission the above mention tender has been extended on 11.07.2025 at 17:00 hrs. and will be opened on 16.07.2025 at 14:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.

Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
DMC

Notice Inviting e-EOI

1) Name of the Work: Consultancy Service for survey, soil testing, design drawing, planning and estimating etc for the construction of Overhead Reservoirs, laying of raising main & distribution line at three different zones (1. Sabuj Nagar, 2. Pardoi, 3. Gopal Math) under DMC including Electro-mechanical works.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/EOI-58/25-26
Tender ID : 2025_MAD_872238_1
Last Date : 18th July 2025, up to 5:00 pm
For details : wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

2nd Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 75/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25

Bid Submission period: 09.07.25 instead of 30.06.25
Visit to website www.wbtenders.gov.in
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender।
E-NIT-10/Kumra/25-26, E-NIT-11/Kumra/25-26,
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

e-Tender Notice

N.I.e-T. No.: 15/2025-26/ S.B.M (G) vide Memo No.: 1764/Bh-I Block, dated 30/06/2025 has been published.
Details of N.I.e-T : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I BDO, Murshidabad

NOTICE INVITING TENDER

Online E-Tender is invited from the bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.- https://wbtenders.gov.in **NIT No–15/324/HGP/ XV FC–UNTIED/2025, Dt–02.07.2025 to NIT No–19/328/HGP/XV FC– UNTIED/2025, Dt – 02.07.2025, (Fund of all NIT -: XV FC – UNTIED)**
Last date of bid submission- **14.07.2025,- Date of opening- 16.07.2025.**
For details Pl. contact the Office of the Herambagopalpur Gram Panchayat, South 24 Pgs.

Sd/- Pradhan
Herambagopalpur GP

Office of the Prodhan,
Choa Gram Panchayat
Under Hariharpara Dev. Block.
Vill+P.O –Choa,P.S-Hariharpara,
Dist- Murshidabad

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) **No:- 04/CGP/ 2025-26 Dated:- 01/07/2025.** The last date of online submission of tender is **08-07-2025 upto 15 hours.** For details please visit website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Fatema Bibi
(Prodhan, Choa GP)

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/150/25-26 Dated 30.06.2025	Construction of Concrete Road at N.S.C Bose Bye Lane from Shib Sankar Hardware to Pintu Debnath House in ward No-22 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,14,656.00
WBMAD/ULB/ RSM/152/25-26 Dated 30.06.2025	Construction of Concrete Road with Surface Drain at Swarnakar Para Road and Shikdar Para Road at Ward No-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,26,848.00

Bid Submission end date: **10.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/148/ 25-26 Dated 30.06.2025	REPAIRING RENOVATION WORK AT COMMUNITY CENTRE IN WARD NO.- 24 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs. 4,73,752.00
WBMAD/ULB/ RSM/149/ 25-26 Dated 30.06.2025	Ballah Pilling Work & Surface Drain At Haramohan Ghosh Street Near Subhashini School at Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,25,782.00
WBMAD/ULB/ RSM/151/ 25-26 Dated 30.06.2025	Construction of Concrete road and Culvert at Tara Kumar Kabiratna Lane near Amra Kajan Club in Ward No-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,88,575.00

Bid Submission end date: **10.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

Tender Cancellation

e-NIT: WBMAD/ULB/BM/NIT-05(e)/2025-26 is hereby CANCELLED due to unavoidable reasons and RE-tender called as followed.
E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/ Contractor for (1) Illumination of Street light with 8.5 mtr MS tabular pole with single arm & 90W LED, (2) Street light with 3.5 mtr pole with 25W LED outdoor light, (3) Supply fitting fixing of 60W, 90W and 120W LED street light in existing pole within Baruipur Municipality area vide e-NIT - WBMAD/ULB/BM/NIT-06(e)/2025-26, last date: 25.07.2025 up to 9 AM. Details information may be obtained during office hours 11 AM – 5 PM. Website: wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is hereby invited for supply of printed forms from reliable, eligible, resourceful and bona fide Company/Firm/ Contractor/agency Agencies with sound technical capabilities having experience in printing various forms for the work **BID No.: PM/PWD/2025-26/35, dated 30.06.25** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in. Tender ID No.: 2025_MAD_ 872047_1 to 2025_MAD_ 872047_3** Contact concern authority P.W. Department. Panihati Municipality at the above address. Bid submission Last date **08.07.2025 at 12:00 Noon,** Bid submission start date **01.07.2025 at 12:00 Noon.**

Revoke Corrigendum

Revocation of e-Tender Notice of **Tender ID No.: 2025_ MAD_872047_1, Memo No.: PM/PWD/25-26/50, Dated: 30.06.2025 and Ref.: PM/ PWD/2025-26/35.** All conceerned are hereby informed that the above said Tenders has been revoked due to administrative reasons/issues.

Sd/- **Executive Officer**
Panihati Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

1. Construction of C.C. Road.
Tender reference- WBMAD/NIeT/40/BM/2025-26/PWD, Date: 30.06.2025, Tender ID- 2025_MAD_872227_1, 2025_MAD_872227_2, 2025_MAD_872227_3
1. Bid Submission Start date- **01.07.2025 at 18.00,** 2. Prebid meeting date- **04.07.2025 at 14.00,** 3. End date- **23.07.2025 at 14.00,** 4. Bid opening date- **25.07.2025 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৪ তারিখ ঃ ০১.০৭.২০২৫

"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে।

ক্রম নং	টেন্ডার নং	খোলার তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়)
১.	৮৫২৫৩০১৪	১৯.০৮.২৫	সিঙ্গল রো ডিপ গ্রুভ বল-বেয়ারিংস এসকেএফ ৬৩১২ সিত বা সমতুল	৫৬৮৩টি	১,২৬,০৭০
২.	৬০২৫৫০৯৩বি	০৭.০৭.২৫	প্রি-স্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রীট স্লিপারসমূহ ইত্যাদির নির্মাণ ও সরবরাহ।	৯৪০ সেট	৫০,০০,০০০
৩.	৬৫২৪৫০৬১এ	২৯.০৭.২৫	বিদ্যুৎচালিত এয়ার কমপ্রেসর ৫০০ সিএফএম-এর রোটারি স্ক্রু	০২ টি	১,১৩,৪০০
৪.	৩৩২৫৩১২৪	১২.০৯.২৫	ফুটস্টেপ কমপ্লিট ইত্যাদি	২৩৭০টি	২,২৮,৭৬০
৫.	৩৩২৫৩৪৪৫	১০.০৯.২৫	সিবিসি-র জন্য স্ফেরো ইলাস্টিক রাবার বেয়ারিং	৪১০টি	২,১১,৫৩০
৬.	৩৩২৫৩২৩৩	২০.০৮.২৫	এলএইচবি কোচের জন্য রেগুলেটেড ব্যাটারি চার্জার	৮১টি	১,৯১,১৬০
৭.	৩৩২৫৩১৮৮	০৮.০৮.২৫	সেন্টারিং ডিস্ক ইত্যাদি	৭৮১ টি	১,০৩,০৯০
৮.	৩৩২৫৩০৮০	১০.০৯.২৫	প্রাইমারি সাসপেনশন এফআইএটি-র জন্য রাবার প্যাড	৮১০১টি	১,৯৬,১৫০
৯.	৩৩২৫৩৩৪৮	২১.০৮.২৫	এলএইচবি কোচের বডি সাপোর্ট-এর অ্যাডজাস্টিং এসএইচআইএম	৫২০৬২টি	১,১৩,০৪০
১০.	৩০২৫৩৪৯৮	১৯.০৯.২৫	আইসিএফ কোচসমূহ ইত্যাদির অ্যাক্সেল বক্স হাউসিং	৪৫০ টি	২,০১,৭৮০
১১.	৩১২৫১৪৫১এ	২২.০৮.২৫	বল সহ লিভার অ্যাসেম্বলি স্থাপন	৫০৯৭টি	১,১৯,৬৯০
১২.	৫২২৫৩০০১এ	০৪.০৮.২৫	২৫ ওয়াট ভিএইচএফ ওয়াকি টকির সেট ইত্যাদি সরবরাহ	১৪৫ সেট	১,৩৩,৪২০
১৩.	৪৫২৫৩১৯১	০৮.০৯.২৫	ব্রাশলেশ সেন্সরলেস ডিসি রেলওয়ে ক্যারেজ ফ্যান ইত্যাদি	২৪২২টি	১,৩০,৮৪০
১৪.	৪০২৫১৫৯১	২৩.০৭.২৫	কপার কন্ডাক্টর সহ প্রাচীর যুক্ত ফ্লেক্সিবল ইলেকট্রনিক কেবেল সমূহ ক্রশ লিংক করা পাতলা প্রাচীরযুক্ত ইলেকট্রনিক দ্বারা বিকিরণিত/রাসায়নিক নিরাময়কৃত ইত্যাদি।	৪০৫১ মিটার	১,৬০,৬১০

আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে জানতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **(PR-340)**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ২ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

সমুদ্রতট ধরে গোকর্ণ থেকে কারোয়ার ভ্রমণ

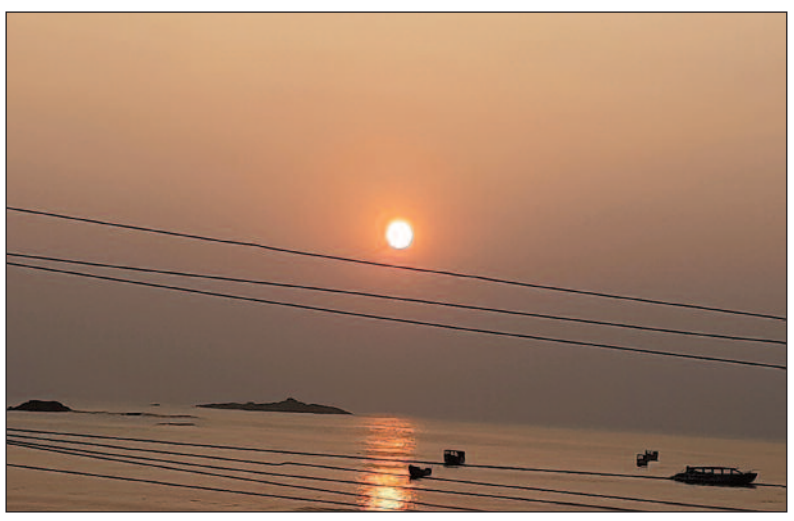

সুদর্শন নন্দী

সংস্কৃত ভাষায় গোকর্ণের অর্থ গরুর কান। গোকর্ণের মহাবালেশ্বর মন্দিরে অবস্থিত শিবলিঙ্গটির আকৃতি অনেকটা ঠিক গরুর কানের মতো। সেকারণেই এই স্থানের নাম হয়েছে গোকর্ণ। শহরের প্রায় মাঝখানে অবস্থিত কর্ণাটকের সরকারি বাসস্ট্যান্ডটি। আর তার এক কিলোমিটারের মধ্যেই অবস্থান গোকর্ণ সমুদ্র সৈকত। এখানে প্রশান্তি যেন সদা বিরাজমান। এই সৈকত থেকেই গোকর্ণ শহর শুরু হয়েছে। এই সৈকতের গা ঘেঁষেই পর পর সাজানো রয়েছে রাজ্যের অন্যান্য সৈকতগুলি। সেকারণেই এর আরেক নাম সমুদ্র মার্গ। সৈকতের কাছেই রয়েছে হিন্দু পুরোহিতদের আখড়া। সেকারণেই এই সৈকতে তীর্থযাত্রীদের ভিড় দেখা যায়। শিবরাত্রির সময় এই স্থান আলোকময় হয়ে ওঠে। সেই সময় দুটি বিশালাকার রথ দেবমূর্তিকে বহন করে রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলে। শিবরাত্রির সময় এখানে ভয়ানক ভিড় হলেও বছরের বাকি সময় কিন্তু এখানকার পরিবেশ মনোরম। আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসীরা নিরিবিলিতে দেবতার আরাধনা করতে পারেন এখানে। আধ্যাত্মিক না হলেও এখানকার পরিবেশ ভালো লাগবে। শহরের মতো গোকর্ণ সমুদ্র সৈকতটি অতি প্রাচীন। তবে প্রাচীন হল কী হবে, ব্যবস্থা সব আধুনিক। গোকর্ণ সমুদ্রতটে রয়েছে সার্ফিং, স্কুবা ডাইভিং, স্নরকেলিং, প্যারাসেলিং এবং জেট স্কেটিং-এর মতো স্পোর্টস্ গেমের ব্যবস্থাও। শীতকালে গোকর্ণ বিচে ঘোরার মজাই আলাদা।

গোকর্ণের মতোই প্রাচীন সৈকত হল ওম বিচ। সমুদ্র মার্গের অন্যতম মার্গ এটি। এই সৈকতের আকৃতি অনেকটা 'ঔ'-এর মতো হওয়ার এর নাম ওম বিচ। গোকর্ণ বিচে যখন তীর্থযাত্রীদের ভিড় বেশি হয়ে ওঠে তখন অনেকেই ওম বিচে চলে আসেন। স্থানীয়রাও এখানে এসে সময় কাটান। এখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ শরীরে মনে প্রশান্তি নিয়ে আসে। সারা সপ্তাহজুড়ে এই সৈকত শান্ত এবং নিরিবিলি থাকলেও সপ্তাহান্তে এখানে ভিড় বাড়ে। সেই সময় বিচে ভিড় জমান স্থানীয়রা। সমুদ্র মার্গের আরেকটি সৈকত হল কুড়লি বিচ। বিচের কাছেই পেয়ে যাবেন নানা বাজেটের হোটেল। সমুদ্র সৈকতরে ধারে পেয়ে যাবেন খাওয়া দাওয়া সহ অন্যান্য বিনোদনের উপায়। তবে সন্ধের দিকে বিচে যেতে বারণ করেন স্থানীয়রা। কারণ আর কিছুই নয়, সূর্যাস্তের পর এখানে যাতায়াতের জন্য গাড়ি পাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিচে লোকজন একটু কমই যান। তাই নিরিবিলিতে সময় কাটাতে গেলে এখান থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা ভালো পর্যটনের মরশুমে এখানে জলাভাব দেখা যায়। হোটেল কিংবা গেস্ট হাউজগুলিতেও জায়গা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অফ সিজনে এখানে গেলে অবশ্য ভালোই লাগবে।

গোকর্ণে বেড়াতে গেলে মহাবালেশ্বর মন্দিরে একবার ঢুঁ দিতেই হবে। দেশের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আলাপ হতে পারে এই মন্দিরে। মন্দিরের শিবলিঙ্গটিকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শিবলিঙ্গ বলে বিশ্বাস করেন হিন্দুরা। মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্য্য অপূর্ব সুন্দর। দ্রাবিড় সভ্যতার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে সেখানে। কর্ণাটকের সাত মুক্তিস্থলের অন্যতম এই মহাবালেশ্বর মন্দির। পুরাণ মতে, কৈলাশ পর্বত থেকে নাকি এই মন্দিরটিকে উড়িয়ে এনেছিলেন শিবভক্ত

লঙ্কাধিপতি রাবণ। যদিও ইতিহাস বলছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কদম্ব রাজবংশের রাজা ময়ূরশর্মা। ধর্মপ্রাণদের বিশ্বাস রাবণ রাজার আনা পাথরের অংশ দিয়েই পরবর্তী সময় মন্দির তৈরি করেছিলেন কদম্বরাজ। আরবসাগরের কাছেই অবস্থিত এই মন্দির। সময়ে সময়ে সমুদ্রের গর্জন, মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি এবং পুরোহিতের মন্ত্রের সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে এলাকায় প্রতিষ্ঠা করে এক অপার শান্তির পরিবেশ। এই শান্তির খোঁজেই হয়তো অনেকে গোকর্ণে ছুটে যান।

এছাড়া গোকর্ণ থেকে ঘুরে আসা যায় ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কারোয়ার।বন্দর শহর কারোয়ার। উত্তর কন্নড় জেলার সবচেয়ে বড় শহরও এই কারোয়ার। কারোয়ারের সৈকতটিও অত্যন্ত সুন্দর। অবশ্যই যাবেন রবীন্দ্রনাথ টেগোর বিচে। ডাইভিং, স্নরকেলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। টেগোর বিচের কাছেই রয়েছে ওয়ার মিউজিয়াম। ভারতীয় নৌবাহিনীর নানা ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এই মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখলে। প্রকৃতিতে ডুব দিতে এসে শিক্ষণীয় এই মিউজিওম দেখতে ভালো লাগবে। কারোয়ার থেকে যোগ জলপ্রপাতটি দেখে আসা যায়। কারোয়ার থেকে যোগ জলপ্রপাত ৫০ কিলোমিটার। হোটেলের অভাব নেই কারোয়ারে। বিভিন্ন মান ও দামের হোটেল পাবেন এখানে।

এছাড়া দেখে নিন প্যারাডাইস বিচ। নামে প্যারাডাইস বিচ, কাজেও তাই। অনেকেই সমুদ্র মার্গের সেরা সৈকত হিসেবে প্যারাডাইসের নামই করেন। নারকেল গাছের সারির মাঝে প্যারাডাইস সমুদ্র সৈকত যেন একটি ছোট্টো স্বর্গরাজ্য। সৈকত আগাগোড়া বালিতে ঢাকা হলেও মাঝে মাঝে অনেক পাথর রয়েছে। সেকারণে অনেকেই এই স্থান এড়িয়ে যান। কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা করলে এই সৈকতই হতে পারে শান্তির সেরা ঠিকানা। চাইলে সমুদ্রে জনবিহার করতে পারেন। সেই ব্যবস্থা রয়েছে প্যারাডাইস বিচে। তবে হ্যাঁ, গোকর্ণের অন্যান্য বিচগুলির মতো বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা এখানে নেই। ধূমপান কিংবা মদ্যপান করতে দেখলে পুলিশ ধরে নিয়ে সোজা শ্রীঘরে চালান করে দেবে। এখানে দোকানপাটও বিশেষ নেই। এই স্থানটি মূলত বনবিভাগের অধিনস্ত। অতীতে এখানে হোটেল, গেস্ট হাউজ থাকলেও বর্তমানে একটি মাত্র গেস্ট হাউজ রয়েছে প্যারাডাইস বিচের কাছে।

গোকর্ণের নিকটস্থ রেলস্টেশন কারওয়ার, অঙ্কোলা, কুমতা, ম্যাঙ্গালোর এবং মাড়গাঁও। সবচেয়ে কাছের বিমান বন্দর গোয়ার ডাবোলিন এয়ারপোর্ট। বেঙ্গালুরু, ম্যাঙ্গালোর ইত্যাদি স্থান থেকে বাস পেয়ে যাবেন। গোকর্ণ ঘুরতে পারেন গাড়ি কিংবা অটো ভাড়া করে। অটো রাইডগুলি এখানে খুব ব্যয়বহুল এবং শুধুমাত্র ১ কিমি কভার করতে আপনার ১০০ টাকা খরচ হতে পারে। যদি আপনার গন্তব্য কাছাকাছি হয়, তাহলে হাঁটা এবং আশেপাশের পরিবেশ উপভোগ করে দূরত্ব কাটানো আদর্শ। অন্যথায়, আপনি প্রায় ৩০০টাকা এর জন্য একটি স্কুটি ভাড়া নিতে পারেন এবং পর্যটন আকর্ষণগুলি ঘুরে দেখতে পারেন।

এছাড়া ঘুরে আস্তে পারেন মুরুদেশ্বর।১২৩ ফুট উচ্চতার শিবমূর্তিটির সামনে দাঁড়ালে সব ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যায়।

মুরুদেশ্বর এবং ভাটকলের অন্যান্য সৈকত থেকে আরব সাগরের মধ্যে দেখা যায় একটি ছোট্ট দ্বীপ। মুরুদেশ্বর সৈকত থেকে দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। এটি নেত্রানী দ্বীপ। পিজিয়ন আইল্যান্ড নামেও পরিচিত। সৈকত থেকে বোটে করে দ্বীপে পৌঁছতে কমবেশি ঘন্টা দেড়েক সময় লাগে।এই নেত্রানী দ্বীপটিকে বেড় দিয়ে আছে প্রবালপ্রাচীর। সেই প্রবাল রাজ্যে খেলে বেড়ায় রং-বেরঙের সামুদ্রিক মাছ। সব মিলিয়ে সে এক স্বপ্নের জগৎ।স্কুবা ডাইভিং ও স্নরকেলিং-এর এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে নেত্রানী।

দেখার যেন শেষ নেই। কদিন থাকবেন সেইমত প্রোগ্রাম করতে হবে কোথায় কোথায় ঘুরবেন। আসলে পুরো তট এলাকা ম্যাঙ্গালোর থেকে কারোয়ারই পর্যটন স্থান। দেখছি দেখব না করে নিজে ট্যুরের ছক কষে বেরিয়ে পড়ুন। চিনুন অচেনাকে, দেখুন নাদেখা জায়গাগুলি।

এবার ফেরার পালা। ফিরুন ট্রেনে অথবা গোয়া বা ম্যাঙ্গালোর থেকে প্লেনে। শান্ত, নির্জন আরবসাগর তীরে মন্দিরময় এই স্থানগুলি যে মনে গেঁথে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

ভ্রমণ

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

শঙ্খ অধিকারী

ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে পছন্দের তালিকায় ওড়িশা যে উপরের দিকে থাকবে তা নি সন্দেহ বলা যায়। অনেকে বলেন ঈশ্বরের অনেক লুকানো বা গুপ্ত স্থান ও রহস্যে পরিপূর্ণ এই রাজ্য। তাই বার বার প্রকৃতি আর আধ্যাত্মিকতার টানে অসংখ্য মানুষ পাড়ি জমান এই রাজ্যে। আজকের পর্বে এই রাজ্যের ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানাতে চলেছি। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে বাংলা আর ওড়িশার রাজনীতিতে খুব একটা বেশি তফাৎ ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরে নানা বিষয়ে একে অপরের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। কলিঙ্গ রাজ খারবেলের রাজত্ব কালে জৈন ধর্মাবলম্বীদের জন্য, বলা ভালো জৈন সাধকদের জন্য নিভৃতে সাধনা করার জন্য বেশকিছু গুহা নির্মাণ করা হয়েছিল। এই গুহা গুলো আজ উদয়গিরি এবং খন্ড গিরি নামে পরিচিত। এই স্থান দেখার জন্য পর্যটকেরা দুই তিন রকম ভাবে যেতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে পুরী ভ্রমণের সময় যাওয়ার পথে বা পুরী ঘুরে ফিরে আসবার সময়ও যাওয়া যেতে পারে তবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি শীতের সময় বিশেষ করে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এখানকার আবহাওয়া সহ্যের মধ্যে থাকে। সেই কারণে এই সময় এখানে ভীড় থাকে প্রচুর। এবং দেখার সময় সবসময় সকাল কিম্বা বিকেলের দিকে রাখলে সবচেয়ে ভালো।

ইতিহাস

কলিঙ্গ রাজ খারবেলের কাছে একসময় জৈন ধর্মের কিছু সাধক তাদের সমস্যার কথা নিবেদন করেন। তাদের মূল সমস্যা ছিল, ঠিকঠাক ভাবে নিভৃতে তারা তাদের সাধনা চালিয়ে যেতে পারছেন না। তাই তাদের জন্য রাজা যদি নিজের উদ্যোগে এমন কোনো স্থান নির্মাণ করে দেন, যেখানে তারা নিভৃতে তাদের সাধনা চালিয়ে যেতে পারবেন, তাহলে খুব ভালো হয়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজা নিজের উদ্যোগে জনশূন্য স্থানে এক পাহেড়ের গায়ে গুহা নির্মাণের আদেশ দেন। পাশাপাশি অবস্থিত দুই পাহাড়ে নির্মাণ করা হয় বেশকিছু ছোটো ছোট গুহা যেগুলো আজ উদয়গিরি ও খন্ড গিরি নামে পরিচিত।

বর্ণনা

এগুলোএই জৈন গুহাগুলি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে খনন করা হয়েছিল। উদয়গিরিতে ১৮টি গুহা রয়েছে এবং খন্ডগিরিতে ১৫টি গুহা রয়েছে । ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে এ. স্টার্লিং এগুলি আবিষ্কার করেন এবং পুরো গঠনটি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনেন। বর্তমানে শুধু উদয়গিরি ঙজ্জ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদয়গিরির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গুহা হল - রানী গুম্ফা। এটি এখানকার সবচেয়ে বড়। এটি ডড আকৃতির দুটি তলা, প্রথম তলাটি দ্বিতীয় তলার চেয়ে একটু বেশি গভীর। দুদিক দিয়ে এর উপরে ওঠা যায়। বর্তমানে পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত ওঠার পথ এখন আর এবড়োখেবড়ো নয়, অনেকটাই মসৃন উঁচু। বেশিরভাগ ভাস্কর্য ঠিকঠাক অবস্থায় রয়েছে, অবশ্য কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে যা ঠিকঠাক চেনা যায় না। উপরে ওঠার সাথে সাথেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুহা ১৪ নম্বর- হাতি গুম্ফা। এখানে কোনও ভাস্কর্য বা স্থাপত্যের বিবরণ নেই। তবে এটিতে আছে ১৭ লাইনের একটি শিলালিপি যা রাজা খারাভেলার ২৪ বছর বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়।ডানদিকে ১২ নম্বর গুহাটি হল ব্যাঘ্র গুম্ফা অর্থাৎ, বাঘের আকৃতির একটি গুহা। বামদিকে ১০ নম্বর গুহাটি হল গণেশ গুম্ফা। ১ নম্বর গুহার মতো এটিও অনেক ভাস্কর্যের বিবরণে পরিপূর্ণ, এখানে বেশিরভাগই উদয়ন ও বাসভদত্তের গল্পের বর্ণনা চিত্রিত আছে। হাইওয়ের উল্টোদিকে অবস্থিত খন্ড গিরি। এখানে প্রবেশপথের কাছে, ডানদিকে ৫টি গুহা এবং বামদিকে ৬টি, বাকি গুহাগুলি পিছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখানে নবমুনি গুম্ফা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে অনন্ত গুম্ফা। এটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে বলেন এই উদয়গিরি ও খন্ড গিরি র গুহার ভেতরে জৈন সাধকদের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। প্রয়োজনীয় জল আসার জন্য একটি চ্যানেল ছিল যা প্রতিটি গুহায় জলের যোগান দিত এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল প্রদীপ রাখার জন্য। পাহাড়ের পাথরগুলি হাত দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় পাথরগুলি বেশ মসৃন। প্রচন্ড গরমেও উপরের অংশ উত্তপ্ত হলেও ভেতরে ঢুকলে ততটা উষ্ণতা আঁচ পাওয়া যায় না। তবে একটা বিষয় না বললেই নয়। এখানে গুহাগুলি আরো একটু রেস্ট্রিকশনে রাখা উচিত কেননা, অনেক বিকৃত মস্তিষ্কের বদ পর্যটকের দ্বারা ক্ষতিও হচ্ছে অল্প বিস্তর।

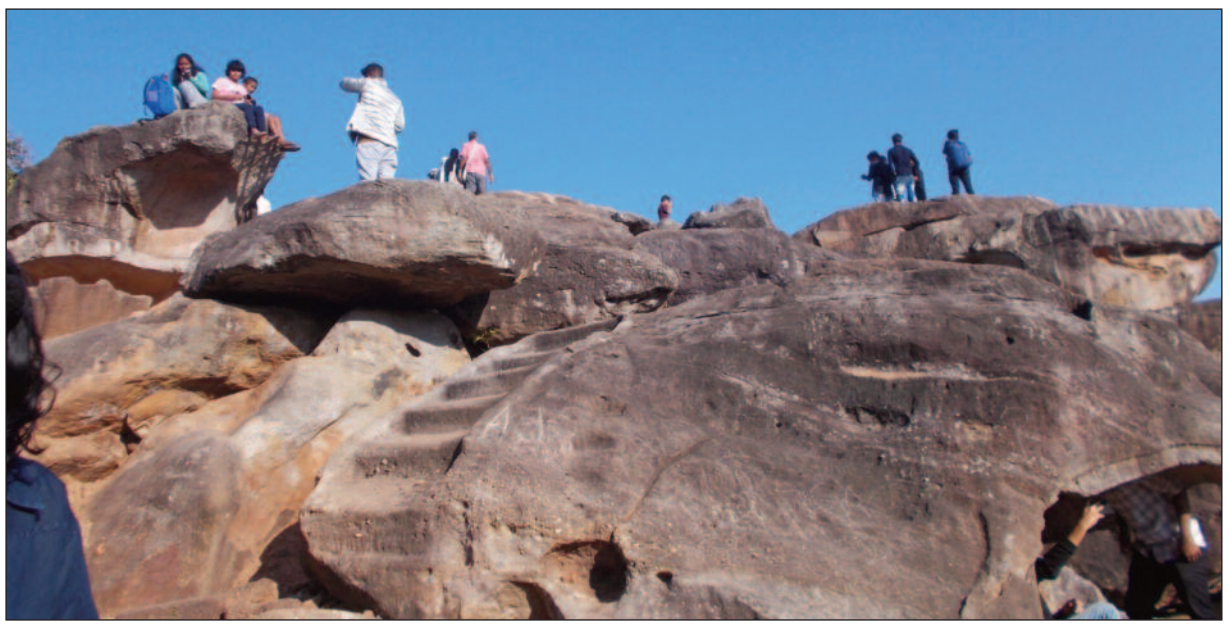

টিকিট

আগেই বলেছি, শুধু উদয়গিরি ঙজ্জ এর অধীনে রয়েছে। তাই শুধু উদয়গিরি তে যাওয়ার জন্যই টিকিট কাটতে হয়। ওই টিকিট দেখিয়ে খন্ড গিরিতেও ঢোকা যায়। আসিয়ান , সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত ও ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ২৫ টাকা টিকিট। অনলাইনে পেমেন্ট করলে ২০ টাকা। ওদের কাউন্টারে কিউ আর কোড স্ক্যান করে আমি অনলাইনেই পেমেন্ট করেছিলাম।

কীভাবে যাবেন

এর অবস্থান ভুবনেশ্বর থেকে তিন কিমি দক্ষিণে। বিমান পথ, রেলপথ বা সড়ক পথ যেকোন ভাবে যাওয়া যায়। পুরী থেকে এলে বাইরের সাইড সিইংএর জন্য নানা প্যাকেজ রয়েছে। এছাড়াও ওড়িশা র পর্যটন দফতরেরও নানা প্যাকেজ রয়েছে।